NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভারতবর্ষ মানেই স্বামীজী, হিন্দুত্ব এবং বেদান্তের সম্যক জ্ঞান

অর্থনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত ভারতে কি মধ্যবিত্ত বিলুপ্ত হচ্ছে ৮

কলকাতা ১৫ মে ২০২৫ ৩১ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৩২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.5.2025, Vol.18, Issue No. 332 8 Pages, Price 3.00

উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে দেশে ফিরে এলেন পূর্ণম

বন্দি পাক রেঞ্জার্সকে ফেরত পাঠাল ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে অপেক্ষার অবসান। ২২ দিন বন্দি থাকার পর ভারতীয় জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউকে ছেড়েছে পাকিস্তান। তারপর ভারতের হাতে বন্দি পাক রেঞ্জারকে ছাড়ল ভারত। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ভারতের হাতে বন্দি ছিলেন পাকিস্তানের ওই জওয়ান।

গতমাসে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরের দিন অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল পঞ্জাবের পাঠানকোটে কর্মরত অবস্থায় ভুলবশত পাকিস্তানে ঢুকে পড়েন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। তাঁকে আটক করে পাকিস্তান রেঞ্জার্স। এর কিছুদিন পর ৩ মে রাজস্থানে সীমা লঙ্ঘন করেন পাকিস্তানি জওয়ান। দু'দেশের সেনার তরফে ফ্ল্যাগ মিটিং করা হয়। কিন্তু বরফ গলেনি। এই সময়ে ভারত-পাক সংঘর্ষে পরিস্থিতি মুহূর্তে বদলে যায়। ভারতীয় জওয়ানকে ছাড়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়।

একইভাবে ভারতে বন্দি ছিলেন পাক জওয়ানও। সাধারণত এই রকম সময়ে দুই দেশের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে জওয়ানদের ছেড়ে দেওয়াটাই দস্তুর। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। লাগাতার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ভারতের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে পাকিস্তান। ছাড়া হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা পূর্ণমকে। এরপরই ভারতের হাতে বন্দি পাক জওয়ানকেও ছেড়ে দেয় সেনা। বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পূর্ণমকে ওয়াঘা-আট্টারি সীমান্ত দিয়ে ফিরেয়ে আনা হয়েছে দেশে। তবে এখনই বাড়ি ফিরছেন না পূর্ণম। তাঁর শারীরিক পরীক্ষা ছাড়াও একাধিক প্রক্রিয়া রয়েছে। সেইগুলি মেটার পরই তিনি হুগলির বাড়িতে ফিরে আসবেন বলে খবর। পূর্ণমের দেশে ফিরে আসার পর খুশির হাওয়া তাঁর বাড়িতে। পূর্ণম তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলে জানিয়েছেন তিনি সুস্থ রয়েছেন।

'ভাইয়ের জন্য অনেক শুভেচ্ছা'

হুগলি: ২২ দিন পর দেশে ফিরেছেন পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউ। খবর আসার পরই খুশির জোয়ার পূর্ণমের হুগলির রিষড়ার বাড়িতে। চলছে মিষ্টিমুখ। এমনি সময়েই বেজে উঠল পূর্ণমের স্ত্রী রজনীর ফোন! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ফোন করেছেন। সকালে খবর পাওয়ার পরই তিনি একবার ফোন করেছিলেন। কিন্তু রজনীর ফোন খারাপ থাকায় কথা হয়ে ওঠেনি। ঘণ্টা দেড়েক বাদে আবারও ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ফোন করেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার ভাই ভাল আছে।' রজনী উত্তর দেন, 'হ্যাঁ উনি চলে এসেছেন।' মুখ্যমন্ত্রী তখন তাঁকে জানান, 'হ্যাঁ আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম সকালে।' পূর্ণমের স্ত্রী জানান, তাঁর ফোন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফোনটা সারাতে গিয়েছিলেন তিনি। মমতা তখন বলেন, 'কিন্তু আমি যখনই শুনেছি রিলিজড হয়ে গিয়েছেন, তখনই ফোন করেছি।' পূর্ণমের পরিবারকে শুভ কামনা জানান তিনি। বলেন, 'আমার অনেক শুভ কামনা থাকল। এবার একটু হাসিতে থাকুন। আমার অনেক শুভ কামনা থাকল ভাইয়ের জন্য।'

চাকরিহারা গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের মাসিক ভাতা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগেই জানানো হয়েছিল চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের মাসিক ভাতা দেবে রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্ন সভাগৃহে সেই ঘোষণায় সিলমোহর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রিল মাসের হিসাব অনুযায়ী গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীরা যথাক্রমে ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা পাবেন। যতদিন না পর্যন্ত আদালতের পরবর্তী রায় আসছে, ততদিন তাঁরা এই ভাতা পাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। সেখানেই অশিক্ষক কর্মীদের মাসিক ভাতার বিষয়টি অনুমোদন পায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার ডিপার্টমেন্টের অধীনে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। সেই প্রকল্পের অধীনেই এসএসসি ২০১৬ প্যানেলে চাকরি হারানো গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের যথাক্রমে ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। যতদিন না সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী রায় আসছে, ততদিন পর্যন্ত এই ভাতা দেওয়া হবে। এপ্রিল মাসের হিসাব অনুযায়ী টাকা পাবেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল হয়েছে। চাকরিহারা হন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা। পরে রায়ের কয়েকটি দিক পরিবর্তনের জন্য আবেদন করা হলে আদালত 'অযোগ্য বলে প্রমাণিত নন' শিক্ষকদের আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেয়। তাঁরা বেতনও পাচ্ছেন। কিন্তু অশিক্ষক কর্মী অর্থাৎ গ্রুপ সি ও ডিদের ক্ষেত্রে এই রকম কিছু বলা হয়নি। তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে চাকরিহারা অশিক্ষককর্মীদের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'চাকরি বাতিলের মামলাটি শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন। আমরা রিভিউ পিটিশন করেছি। আদালত যেমন নির্দেশ দেবে তেমনভাবেই চলব। তবে গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের যাঁদের বেতন বন্ধ, তাঁদের পরিবার সমস্যায় পড়েছে। আমরা একটা প্রকল্প তৈরি করেছি। তার অধীনে গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।'

দেশের সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাতে বিশেষ কর্মসূচি তৃণমূলের

■ জঙ্গি হামলার বদলা নিতে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জবাব দিয়েছে ভারত। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিতে। সেনাবাহিনীকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে দেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল। অপারেশনের পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'জয় হিন্দ' লিখে অভিবাদন জানিয়েছিলেন সেনাকে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হওয়ার পর ফের একবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, দেশের সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাতে বিশেষ কর্মসূচিও করতে চলেছে তৃণমূল। শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। সেই সঙ্গে মমতা জানিয়েছেন, ভারত যে সামরিক অভিযান চালিয়েছে, তাতে পূর্ণ সমর্থন করেছেন তিনি। মমতা এদিন বলেন, 'আমি প্রথম থেকে সমর্থন করেছি। এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক বিভেদ আমি দেখিনি। অনেকে ভেদাভেদ করেছে। তবে আমি এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও কটাক্ষও করিনি।' মমতা জানিয়েছেন, আগামী শনিবার ও রবিবার তৃণমূল সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত মিছিল করবে।

আগামী সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

■ আগামী সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে সেকথা নিজেই জানান তিনি। তিনি বলেন, '১৯ মে শিল্পমহলকে নিয়ে সিনার্জিক রয়েছে। ২০ মে, ওদলাবাড়িতে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রদান। ২১ মে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক।'

প্রধান বিচারপতি গাভাই

■ দেশের ৫২তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নিলেন ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই। বুধবার সকাল ১০টায় শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

নিউটাউনে ২৫ একর জমিতে নয়া বিশ্ব অঙ্গন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইকো পার্ক, মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম, বিশ্ববাংলা গেটের পর নিউটাউনের মুকুটে নতুন পালক। এবার সেখানে তৈরি হবে বিশ্ব অঙ্গন। যেখানে বিশ্বমানের কনসার্ট আয়োজন করা যাবে। বুধবার এমনই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিউটাউনে তৈরি হচ্ছে নতুন আইটি, বিনোদন, সাংস্কৃতিক পার্ক। নাম দেওয়া হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট কালচারাল পার্ক, সংক্ষেপে আইআইটিইসি। বাংলায় বিশ্ব অঙ্গন। হিডকোর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পিপিপি মডেলে ২৫ একর জমিতে এই পার্ক তৈরি করবে রাজ্য। জমি বাছাই করা হয়ে গিয়েছে। আজ মন্ত্রিসভা এই প্রকল্পের প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়েছে। এরপর টেন্ডার করে কাজ শুরু হবে। এই জমিতে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা থেকে বিনোদন দুনিয়ার সকলে বিশ্বমানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে। আয়োজন করা যাবে বিশ্বমানের কনসার্টের।এদিন নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্য সৌন্দর্যায়নের খতিয়ান দেন মুখ্যমন্ত্রী। কীভাবে দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট, গঙ্গারঘাট থেকে গঙ্গাসাগর সাজিয়ে তোলা হয়েছে তা তিনি তুলে ধরেন। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ব অঙ্গন ভবিষ্যতে গর্বের বিষয় হবে রাজ্যের। হিডকোর সঙ্গে পিপিপি মডেলে নিউটাউনে ২৫ একর জমিতে একটি ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন টেকনোলজি, এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল পার্ক তৈরি করতে চলেছি। কারণ, মনে রাখবেন, যারা ওয়ার্ল্ড ট্যুরে আসেন, তথ্যপ্রযুক্তি, বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন তাঁদের সুবিধা হবে। মনে রাখবেন, কনসার্ট ইকোনমি এখন নতুন ভাবনা। সমস্ত এক্সজিবিশন, এন্টারটেনমেন্টের জন্য বিরাট ব্যবস্থা করা হবে। ২৫ একর জায়গা মানে বিরাট বড় এলাকা।'

অর্জুনদের নিয়ে রিষড়ায় শুভেন্দু

মনোজিত মৌলিক

পাক রেঞ্জার্স বুধবার ভারতীয় জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তির হাওয়া রিষড়ায় পূর্ণমের বাড়িতে। পূর্ণম বন্দি হওয়ার পর থেকেই এই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর ফোন থেকেই পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার সন্ধ্যায় অর্জুন এবং দলীয় বিধায়ক ও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে রিষড়ায় পূর্ণমের বাড়িতে যান শুভেন্দু। সকলকে মিষ্টিমুখ করান। শুভেন্দু বলেছেন, পূর্ণম ফিরলে তেরঙা পতাকা নিয়ে তাঁকে পদ্মফুলের মালা পরাতে আসব। পূর্ণমের বাবার সঙ্গে কথা হয়েছিল অর্জুন সিংয়ের ফোন থেকে। দলীয় বিধায়করা এসেছিলেন। বিএসএফের ডিজি বারবার বলেছেন, একটু সময় দিন, আমাদের জওয়ানকে ফিরিয়ে আনবই। বিএসএফ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অধীনে। তাঁরাই সুস্থভাবে ফিরিয়ে আনলেন পূর্ণমকে। এটা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সম্ভব হয়েছে। এটা কোনও রাজ্য বা পুরসভার কাজ নয়।

পূর্ণমের স্ত্রী বলেছেন, মোদিজি প্রধানমন্ত্রী থাকায় দেশের সেনাবাহিনী সুরক্ষিত। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় অনেক নারীর সিঁদুর মুছে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুর দিয়ে সেই নারীদের ইচ্ছার মর্যাদা দিয়েছেন। আমার সিঁদুরও সুরক্ষিত রাখলেন তিনি। শুভেন্দুদের সামনেই উপস্থিত মহিলাদের সঙ্গে দেশমাতৃকার বন্দনায় সমবেত সংগীতে গলা মেলান পূর্ণমের স্ত্রী।

'আমার সিঁদুর রক্ষা করেছেন প্রধানমন্ত্রী'

রিষড়া: দফায় দফায় ফ্ল্যাগ মিটিং, লাগাতার বৈঠক, কিন্তু কবে পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তি পাবেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউ তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছিল না। কিছুদিন আগেই একেবারে পাঠানকোটে ছুটে গিয়েছিলেন স্ত্রী রজনী সাউ। বিএসএফের আশ্বাস নিয়ে ফিরেছিলেন রিষড়ায়। ফোনে তাঁকে পাশে থাকার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশেষে ভারত-পাক সংঘবিরতির পর প্রায় তিনদিনের মাথায় এল খবরটা। পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্ত বাংলার বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউ। তাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা রজনীর। আলাদা করে ধন্যবাদ জানান বিএসএফ কর্তাদেরও। বলেন, 'বিএসএফ কর্তারা ফোনে যোগাযোগ রেখেছিলেন। উনি কেমন আছেন সে সম্পর্কে জানতে পারলেই আমাদের জানাচ্ছিলেন। চিন্তা কম করতে বলেছিলেন। দ্রুত যে স্বামী ফিরে আসবে সে কথাও বলেছিলেন।' ধন্যবাদ জানান দেশবাসীকেও। বলেন, 'সবার সাপোর্ট পেয়েছি, গোটা দেশ আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সকলকে করজোড়ে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের জন্যই আজ আমার স্বামী ভারতে ফিরছে।'

শুভেন্দু বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্যেই পূর্ণমকে ফিরিয়ে আনা গিয়েছে। অপারেশন সিঁদুর না হলে আরও আগে ফেরানো যেত।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিএসএফের ডিজির প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'আমাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যখন ফোন করেছিলেন তখন পূর্ণমের বাবা আমাকে আসতে বলেছিলেন। তাঁর কথা আমার কাছে নির্দেশ। ফলে তা মেনেই এলাম, সন্ধ্যা হয়ে গেলেও।'

শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যে বিধায়করা রিষড়ায় পূর্ণমের বাড়িতে যান তাঁরা হলেন শঙ্কর ঘোষ, মনোজ ওঁরাও, অম্বিকা রায়, বরেণ বর্মন, পবন সিং।

'অপারেশন সিন্দুর' নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা সেনা সর্বাধিনায়কের

বৈঠকে তিন বাহিনীর প্রধানও

নয়াদিল্লি, ১৪ মে: ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি-পরবর্তী পরিস্থিতির বিষয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে জানালেন সেনা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান। বুধবার এই বৈঠকে উপস্থিতি ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনা, নৌবাহিনী এবং স্থলবাহিনীর প্রধানেরাও। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, রাষ্ট্রপতিকে 'অপারেশন সিঁদুর' এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতির বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তাঁরা।

রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন সেনা সর্বাধিনায়ক (চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বা সিডিএস) অনিল চৌহান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী, স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী এবং এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, বৈঠকে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানার পর ভারতের প্রত্যাঘাতী হামলার সাফল্য, তিন সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব এবং অসম সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন রাষ্ট্রপতি।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গেও বৈঠক করেছিলেন সিডিএস এবং তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানেরা। রাজনাথের দিল্লির বাসভবনে বৈঠক হয়।

মার্চের মধ্যে মাওবাদীমুক্ত হবে দেশ: সিআরপিএফ

নয়াদিল্লি, ১৪ মে: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আগেই। এ বার তা পালন করার বার্তা দিল কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফ। বুধবার বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) জিপি সিং ঘোষণা করেছেন, 'নিরলস এবং নির্মম অভিযানের মাধ্যমে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যেই মাওবাদীদের দেশ থেকে নির্মূল করা হবে।'

ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনের বিজাপুর জেলা এবং পড়শি রাজ্য তেলঙ্গানার সীমানায় পাহাড়-জঙ্গলঘেরা এলাকায় গত তিন সপ্তাহ ধরে যৌথবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের লড়াই চলছে। সিআরপিএফ প্রধানের ইঙ্গিত, রেগুট্টা এবং দুর্গামগুট্টার ঘন জঙ্গলে ও পাহাড়ে ঘেরা ওই দুর্গম এলাকাতেই মাওবাদী গেরিলার বাহিনীর বিরুদ্ধে 'ফাইনাল অ্যাসল্ট' করতে চলেছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ওই এলাকায় ২৪ হাজার আধাসেনা ও পুলিশের কবলে পড়েছেন ৫০০-রও বেশি মাওবাদী। কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফের জঙ্গলযুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো বাহিনী 'কোবরা'র পাশাপাশি ছত্তিশগড়ের সশস্ত্র পুলিশ, বস্তার ফাইটারস ও ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড বাহিনী, মহারাষ্ট্র পুলিশের সি-৬০, তেলঙ্গানা পুলিশের মাওবাদী দমন বাহিনীও রয়েছে অভিযানকারী দলে।

মাওবাদী হিংসার পরিসংখ্যান তুলে ধরে সিআরপিএফের ডিজি জানান, ২০১৪ সালে মাওবাদী হিংসার ঘটনার সংখ্যা ছিল ১,০৮০টি। ২০২৪ সালে তা কমে ৩৭৪টি হয়েছে। ২০১৪ সালে মাওবাদী হামলায় নিহত নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা ছিল ২৮৭ জন, যা ২০২৪ সালে কমে ১৯ জনে হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নিহত মাওবাদীর মোট সংখ্যা ২০৮৯। তিনি বলেন, '২০২৪ সালে ৯২৮ জন নকশাল নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এ বছর এ পর্যন্ত আরও ৭১৮ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন।' নিরাপত্তা বাহিনী মাওবাদী বাহিনীকে তাদের আস্তানা থেকে তাড়িয়ে 'শূন্যস্থান পূরণ' করার চেষ্টা করছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'মাওবাদীমুক্ত এলাকায় এখনও পর্যন্ত ৩২০টি নতুন নিরাপত্তা শিবির স্থাপন করা হয়েছে। ৬৮টি রাতে অবতরণের উপযোগী হেলিপ্যাডও নির্মাণ করা হয়েছে।'

'গ্লোবাল টাইমস'কে ব্লক করে দিল ভারত

নয়াদিল্লি, ১৪ মে: চিনা সরকার পরিচালিত সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবাল টাইমসে'র এক্স হ্যান্ডেল ব্লক করল ভারত। এ দেশে ওই অ্যাকাউন্টটির কোনও কার্যকলাপ আর দেখা যাবে না। 'গ্লোবাল টাইমস' ভারতীয় সেনার অভিযান 'অপরেশন সিন্দুর' নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। পহেলগাঁওয়ে ২৬ জন ভারতীয় নাগরিককে হত্যার পর পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিঘাঁটিগুলিতে হামলা চালিয়েছে ভারত। এই হামলা নিয়েই চিনা মিডিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ। 'গ্লোবাল টাইমস'-এর মতোই অভিযুক্ত সংবাদসংস্থা 'শিনহুয়া'র এক্স হ্যান্ডল। সেটিকেও ভুল তথ্য পরিবেশনের অভিযোগে ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Versha Singh D/o. Dalip Thapa গত ইং ২৯/০৪/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Ayesha Azize নামে পরিচিত হইয়াছি। ১৪/০৫/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ২১ নং এফিডেভিট বলে Ayesha Azize ও Versha Singh D/o. Dalip Thapa সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৬৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Alim Sekh & Abdul Alim এবং আমার স্ত্রী Shamina Bibi & Amina Bibi Sekh সাং রসুলপুর, খলিশপুর, কালনা, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪২২, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Halima Khatun.

নাম-পদবী

গত ০৮/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১৮৭ নং এফিডেভিট বলে Surajit Santra S/o. Tapan Santra ও Surojit Santra S/o. T. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

আমি, নির্মল কুমার সাহা, বয়স ৮২, বাসিন্দা তালতলার মাঠ, গারুলিয়া, ৭৪৩১৩৩, ঘোষণা করছি যে আমার ছোট ছেলে ডাঃ সুশান্ত সাহা, বর্তমানে মুম্বাই-তে বসবাসরত, তাকে আমার স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি থেকে সমস্ত অধিকার ও দাবি থেকে অব্যাহতি দিয়েছি।

এই সিদ্ধান্ত আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এবং সুস্থ মস্তিষ্কে নিয়েছি। ডাঃ সুশান্ত সাহা আমার সম্পত্তির উপর কোনও দাবি বা অধিকার রাখতে পারবেন না।

নির্মল কুমার সাহা
তারিখঃ ১৬/০৩/২০২৫
স্থানঃ তালতলার মাঠ, গারুলিয়া৭৪৩১৩৩

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী চিত্রা দাস** স্বামী রমেন্দ্রনাথ দাস, সাকিম ময়নাডাঙ্গা, সিমলা(সিটি), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, ও **২)শ্রীমতী স্নিগ্ধা কর্মকার** স্বামী দেবাদিনাথ কর্মকার, উভয়ের পিতা ৺শক্তিপদ চন্দ্র, মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৫/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-720/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**আলমগীর সরকার** পিতা মরহুম গোলাম নবী সরকার, সাকিম মটুকপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২২/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2402/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ মনসুর** পিতা রহমানি মিঞা সাকিম পান্ডুয়া সাতঘরিয়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ৩৮ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, ১০৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ৫২৩ ও ৩২১২ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর ৬৮৫ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ৩৮ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ মনসুর** পিতা রহমানি মিঞা, উক্ত খরিদা সম্পত্তির নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**আলমগীর সরকার**
আমমোক্তার

নাম-পদবী

আমি Sabita Karmakar D/o. Sadananda Karmakar গত ইং ৩০/০৪/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sabita Mondal নামে পরিচিত হইয়াছি। ১৪/০৫/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ২২ নং এফিডেভিট বলে Sabita Mondal ও Sabita Karmakar D/o. Sadananda Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৫/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২৭৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipa Dasm Dipa Das (Mondal), Dipa Mondal & Dipa Mandal W/o. Subrota Mondal এবং আমার পুত্র Aditya Mondal & Aditya Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, কোলকাতা কোর্টে ৪৩৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Pralay Roy Choudhury / Praloy Roy Chowdhury & Prolay Roy Choudhury S/o. Radha Ranjan Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Tuhina khatun S/o Mukshed Ansary W/o - Aktar Hussain, village uparbaid,P.O, Badra,P.s, Puncha District -Purulia (W.B) pincode 723151Have changed my name (Tuhina khatun) (W/O- Aktar Hussain & my address)in passport,but my surname wrongly mentioned (Tuhina khatun)(W/O- Aktar Hussain & my address) but my correct and actual name is (Tuhina Bibi)(W/O-Aktar Hussain Ansary village Gopinathpur,P.O, Sanka,P.S Adra, District -Purulia (W.B) pincode 723121,for all Purposes Vide Affidavit Before J.M 1st Class at Raghunathpur Purulia WB dt 17/12/2024

নাম-পদবী

গত ৩০/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৭৭০ নং এফিডেভিট বলে Pulak Dey S/o. Dipak Chandra Dey ও Pulak Ch Dey S/o. D. Ch. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২১৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mousumi Chatterjee ও Musumi Chatterjee S/o. Chapal Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২১৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Chapal Kumar Chattopadhyay ও Chapal Chatterjee S/o. Sisir Kumar Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Milan Belel ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gobinda Belel & G. P. Belel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী উত্তম কুমার বিশ্বাস পিতা শ্রী সুনীল বিশ্বাস, গ্রাম : দক্ষিণ হবিবপুর, মুসলমান পাড়া, থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলি নং ৩৩২ এবং ৩৩৪-১৯৮৭ সালের ০৭.০৫.২০২৫ তারিখে ফটো কপি করানোর জন্য বেলা আনুমানিক ১২ টার সময় হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রানাঘাট থানা একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ৭৮৭ তারিখ ১৩.০৫.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দাবিদার থাকলে বা দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা : ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **ওবায়েদ উল হক** পিতা মরহুম সইদুল হক সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয় বিগত ইং ১৩/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1359/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাদিগকে (**১)সিরাজুল হক** পিতা ফজলুর রহমান, **২)মহঃ ইব্রাহিম** পিতা মহঃ আয়নুল, উভয়ের সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা নিম্নোক্ত তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৯/০৪/২০২৫ তারিখে সম্পাদিত ও ১৬/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1769/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়ার অন্তর্গত **পান্ডুয়া মাদ্রাসা দারুল উলুম**-এর পক্ষে বর্তমান সেক্রেটারী **হাজী মহঃ কামরুল হুদা** পিতা মরহুম মহম্মদ নুরুল হুদা, সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে ২১.৫০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, ৪২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ৯২৩ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর ৪৫১ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ৪৩ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ২১.৫০ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়ার অন্তর্গত পান্ডুয়া **মাদ্রাসা দারুল উলুম**-এর পক্ষে বর্তমান সেক্রেটারী **হাজী মহঃ কামরুল হুদা** পিতা মরহুম মহম্মদ নুরুল হুদা, উক্ত খরিদা সম্পত্তির নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-
১)সিরাজুল হক ২)মহঃ ইব্রাহিম
আমমোক্তার

নাম-পদবী

গত ১৪/০৫/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Smriti Bhattacharjee D/o. Late Biswanath Bhattacharjee & Smritikana Bhattacharjee D/o. Late Biswanath Bhattacharjee R/o. 9/324, Maheshtala Lane, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Anjali Khetrapal D/o. Ajit Khetrapal গত ইং ২৫/০১/২০২২ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Zainab Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। ১৪/০৫/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ৫৩৫ নং এফিডেভিট বলে Zainab Khatun ও Anjali Khetrapal D/o. Ajit Khetrapal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম / পদবি পরিবর্তন

আমি SUSANTA RUDRA PAUL, S/O Nitai Rudra Paul, আমার পুত্রের বার্থ সার্টিফিকেটে পুত্রের নাম SUVADEEP PAL রেকর্ড আছে এবং আমার পুত্রের এই নামের পরিবর্তে সঠিক নাম SUVADEEP PAUL হইবে। ০৫.০৫.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M. কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করা হইলো এবং উভয় একই ব্যক্তি।

নাম পদবী সংশোধন

মহিদুল ইসলাম পিতা - মৃত জসিমউদ্দিন কারিকর। সাং মালতি পুর পোঃ সারাংপুর থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ। আমার পিতার সঠিক নাম **জসিমউদ্দিন কারিকর** এবং ডাকনাম **পাঁচু কারিকর**, বর্তমানে গত ইংরেজি 07.05.2025 বহরমপুর S.D.E.M. কোর্টে 5 নম্বর এফিডেভিট এর বলে হাল রেকর্ড ডাক নাম হয়েছে **পাঁচু কারিকর**, আমার জ্ঞান মতে দুই নামে একই ব্যক্তি। মালতি পুর মৌজা স্থিত ৮৭৩ দাগের সম্পত্তি উপর কোন আপত্তি থাকিলে যথা **জসিমউদ্দিন কারিকর ওরফে পাঁচু কারিকর** বিষয়ে লিখিত আবেদন করিবেন। ডোমকল B.L.R.O অফিসে যাহার তারিখ ১৪.০৫.২০২৫ হইতে ১৪.০৬.২০২৫ মধ্যে এই সময়ের মধ্যে আবেদন করিলে আইন অনুযায়ী গণ্য হবে অন্যাথায় অগ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী মহামান্য ২য় সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) সদর আদালত
মিস কেস নং ৪৮/১৮
৫৩৮/২০১১ নম্বর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা হইতে উদ্ভুত

এতদ্বারা জেলা হুগলী দাদপুর থানা এলাকাস্থিত সেনেট গ্রাম বাসিনী গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম ও পোঃ সেনেট, থানা দাদপুর, জেলা- হুগলী পিন- ৭১২৩০৫ সেনেট গ্রামের বাসিন্দা গণকে জানানো যাইতেছে যে জেলা- হুগলী দাদপুর থানা এলাকাস্থিত হাল ৬৬ নম্বর জে.এল. ভুক্ত তালচিনান সানিহাটি মৌজায় এল.আর. ৫৩০৬ নম্বর দাগে বাস্তু ১৲ ষোল আনায় ০.০৭ শতক সম্পত্তি আছে । পদ্মারানী শেঠ বয়স ৬৮ বৎসর, শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ, শ্রী অনিল কুমার ঘোষ ও শ্রী নিখিল কুমার ঘোষ সকলের পিতা- নিতাই চন্দ্র ঘোষ, সাকিম-গ্রাম হাঁসনান, পোঃ- মাকালপুর, থানা- দাদপুর জেলা হুগলী, পিন ৭১২৩০৫, এর বিরুদ্ধে অত্র ৪৮। ১৮ নম্বর মিস কেস রুজু করিয়াছেন। অত্র মোকর্দ্দমায় উক্ত দরখাস্তকারীর দাবীর বিরুদ্ধে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত ব্যক্তিগণের কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত দরখাস্তকারীর অনুকূলে তাহাদের প্রার্থিত দাবী মঞ্জুর হইবে ।

বাদীর পক্ষে -
স্বাতী গাঙ্গুলী (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর আইচ (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মহামান্য ২য় সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) সদর আদালত

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ, **(১) গোপাল দাস ও (২) গোবিন্দ দাস** উভয়ের পিতা- তেঁতুল দাস, উভয়ের সাং খাঁপুর, পোঃ গোবরাপোতা, থানা- কোতোয়ালী, জেলা নদীয়া, গত ইং ১১.০১.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-431/24নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজাস্থিত খতিয়ান নং আর.এস. ৬২২৭, ৮৬০০, এল.আর. ৫১৯৮৩, ৫১৯৮৪, ৫১৯৮৬, ৫১৯৮৭, ৫১৯৮৮, দাগ নং RS ১৪১৫৮, LR ১৮৯২৪, শ্রেণী- বাগান, বর্তমানে ভিটিযোগ্য, পরিমাণ ৩.৩৭ শতক সম্পত্তি **(১) পুলক দাস**, পিতা- ৺গোপাল দাস, সাং কাঁসারীপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা নদীয়া ও **(২) দেবাশীষ দে**, পিতা- ৺অধীর দে, সাং নতুন বাজার এ.কে.দে লেন, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা-কোতোয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত **পুলক দাস ও দেবাশীষ দে** উক্ত সম্পত্তি গত ইং ৩১.০৩.২০২১ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ৩৯২৯নং এবং ওই একই অফিসের গত ইং ০২.০৮.২০২১ তারিখের ৬২০৯ নং দুইখানি আমমোক্তার নামামুলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি তাহাদের নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
ত্রিদিব প্রামাণিক (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৫ই মে , ৩১শে বৈশাখ। বৃহস্পতি বার। কৃষ্ণ পক্ষের তৃতীয়া তিথি, জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মুলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ, জুনিয়ার ডিভিশন দ্বিতীয় আদালত, চুঁচুড়া
রেফা:- প্রিয়েমশন কেস নং - ১৭/২০২২
দরখাস্তকারী/প্রিয়েমটর - সেখ সারফুদ্দিন, দীং
বনাম
অপর পক্ষ/প্রিয়েমটী:- সাহাদাত মল্লিক, দীং সাকিলা বেগম ওরফে মন্ডল সাকিলাবেন, স্বামী সিরাজ মন্ডল, সাকিম - প্লট নং-৮ জামনাকুন্ড ফিরদাউস সোসাইটি, থানা ও পোষ্ট ও জেলা - ভাবনগর, রাজ্য-গুজরাট, পিন - ৩৬ ৪০০১, হাল সাকিম - গ্রাম রানাগড় পোষ্ট ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন – ৭১২১৪৯ **....৫নং অপর পক্ষ**

আপনি ৫নং অপর পক্ষ আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ সারফুদ্দিন**, পিতা- মরহুম সেখ সামসুদ্দিন, **সেখ হাসান, সেখ নুর মহম্মদ**, উভয়ের পিতা মরহুম সেখ জালাল উদ্দিন, **সেখ আলি মহম্মদ (মৃত)** উক্ত স্থলে সাবস্টিটিউট হইয়া তাহার ওয়ারিশগণ - পক্ষ ভুক্ত হইয়াছেন, **নূরজাহান বিবি (স্ত্রী)** নাবালক **সেখ গিয়াসুদ্দিন** ও নাবালক **সেখ জসিমুদ্দিন (পুত্রগণ) ফতেমা মন্ডল**, স্বামী- ইমাম আলি মণ্ডল পিতা- মরহুম সেখ জালালউদ্দিন উভয়ের সাকিম - গ্রাম চৌতারা, থানা - পোলবা, পোঃ বরুনানপাড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১৪৮, অপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনার বিরুদ্ধে আপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনার সম্পাদিত জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত ২নং ডি.এস.আর অফিসে রেজেষ্ট্রীকৃত ইংরাজী ২০২১ সালে ০৬০২০৭৪৬১ নং কোবালা দলিল বিষয়ে জেলা হুগলী, থানা - পোলবা জে. এল. নং ৫৯ চৌতারা মৌজাস্থিত অবিভক্ত অচিহ্নিত ৭/৪৮ অংশ বিস্মৃত যার এল.আর খতিয়ান নং ২০৯ নং দাগে রেকর্ড ভুক্ত যাহার হাল এল.আর, ৩১৭ নং দাগে শুনা সম্পত্তি যা ১৲ ষোলো আনার মধ্যে ০.০৪৬৭ একর হাল এল. আর. ৩১৯ নং দাগে 'শুনা' যা ১৲ ষোলো আনার মধ্যে ০.১৫৪৭ একর, এল. আর ৩২১ নং দাগে শুনা যা ১৲ আনার মধ্যে ০.০৬৮৬ সম্পত্তি হাল এল.আর ৩৫৯ নং দাগে শুনা যা ১৲ ষোলো আনার মধ্যে ০.০১ একর এবং হাল এল.আর ৩২৩/৪৪৪ নং দাগে পথ যা ১৲ ষোলো আনার মধ্যে ০.৩০ একর এই বিষয় লইয়া প্রিয়েমশন মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা বিষয়ে আপনার/ আপনাদের কোনোরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি / আপনারা নিজে বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক দরখাস্তকারীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায় (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন, দ্বিতীয় আদালত, চুঁচুড়া

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন আদালত চন্দননগর
টাইটেল আপীল নং - ৩৯/২০২৩
শ্রী অভিজিৎ কুন্ডু .. অ্যাপীলেন্ট
(বনাম)
শ্রী শ্যামল মজুমদার এবং অন্যান্য
.... প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো হইতেছে যে **শ্রী অভিজিৎ কুন্ডু** পিতা ৺সুধীর চন্দ্র কুন্ডু, সাকিম- জি-৩, ব্লক-এ, সপনীল রেসিডেন্সি ১০, বিহারী লাল পাল স্ট্রিট, থানা-বরাহনগর, কলিকাতা-৭০০০৩৬, বর্তমান সাকিম- আমড়াতলা গলি, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১০১।

প্রতিপক্ষ অনিমা ঘোষ, স্বামী ৺প্রিয়ব্রত ঘোষ, সাং-১৪, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১, এর বিরুদ্ধে সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন আদালতে চন্দননগর-এ একটি টাইটেল আপীল মোকর্দ্দমা যাহার নং- ৩৯/২০২৩ দায়ের করিয়াছেন ।

উপরোক্ত মোকর্দ্দমা সম্পর্কে কাহারো কোনরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে তিনি স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া নিজ বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় বর্তমান মোকর্দ্দমাটি আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা-চন্দননগর, জে.এল. নং- ১, মৌজা-চন্দননগর, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৭৮, এল.আর খতিয়ান নং-২৭৪৫ এবং ২৭৪৬, আর.এস দাগ নং- ৩১৫ (পার্ট), এল.আর দাগ নং- ৪৭৬, পরিমান ০.৫০৭ শতক, শ্রেণী-পুকুরপাড় ।

অ্যাপিলেন্ট এর পক্ষে
রথীন সাহা (উকিলবাবু)
আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন আদালত চন্দননগর

NOTICE

In the Learned First Court of the Civil Judge, (Senior Division), Hooghly, at Chinsurah.
Title Suit No.135 of 2022.
Sri Anirban Bandopadhyay alias Anirban Banerjee ....Plaintiff.
Vs.
Swasatam Bandopadhyay ....Defendant.

It is hereby informed that **Sri Anirban Bandopadhyay alias Anirban Banerjee** son of Late Arun Kumar Bandopadhyay, Residing at 76, Dhakhinpara by lane, P.O. Bansberia, P.S. Mogra, Dist. Hooghly has filed Title Suit No.135 of 2022 against **Swasatam Bandopadhyay**, son of - Late Pijus Kanti Bandopadhyay, for partition of L.R. Plot No. 4864 L.R. Khatian No.134/1, Bastu, area 0.091 acre with pucca 900 Sq.feet one storied building with asbestos shade structure along with L.R. Plot No.4860 passage, area 0.010 acre, of Mouja- Bansberia, J.L. No. 53, PS. Mogra, District-Hooghly.

If you will be interested then you will appear in the above suit either by your Learned Advocate or you yourself within 30 days from the date of publication, in default said suit will be disposed off expartee against you as per law.

Advocate on behalf of the plaintiff:-
Sri Surbrata Chattopadhyay, Advocate, Judges' court, Hooghly, at Chinsurah.
By the order of Sherestadar,
Samir Aich
Civil Judge, (Sr. Div.), 1st Court, Hooghly

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রিষড়ার জওয়ান ঘরে ফিরতেই শুভেন্দুর কলমে 'গর্বের মুহূর্ত'

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে দেশের মাটিতে ফিরলেন হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ। মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে পঞ্জাবের অমৃতসরের আটারি সীমান্তের যৌথ চেকপোস্টে পাক রেঞ্জার্স তাঁকে ভারতের হাতে তুলে দেয়। ২৩ এপ্রিল থেকে পাকিস্তানের হেফাজতে ছিলেন পূর্ণম। দীর্ঘ ২১ দিন পর তাঁর মুক্তিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পরিবার ও বাহিনীর সহকর্মীরা।

জওয়ান পূর্ণমের দেশে প্রত্যাবর্তন ঘিরে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ তিনি লেখেন, 'স্বাগত ঘরে, বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের সাহসী বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার

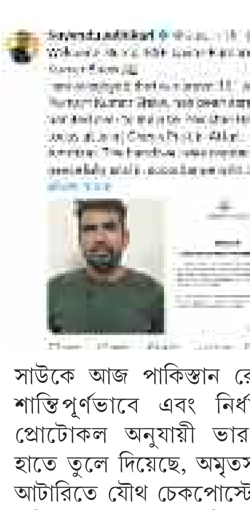

সাউকে আজ পাকিস্তান রেঞ্জার্স শান্তিপূর্ণভাবে এবং নির্ধারিত প্রোটোকল অনুযায়ী ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে, অমৃতসরের আটারিতে যৌথ চেকপোস্টে।২৩ এপ্রিল ২০২৫ থেকে বন্দি থাকার পর তাঁর প্রত্যাবর্তন গোটা জাতির কাছে গর্বের এবং বিরাট স্বস্তির মুহূর্ত। আমাদের জওয়ানদের ফিরিয়ে আনার জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উচ্চকমান্ডকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে, যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় তাঁর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের জওয়ানরাই আমাদের আসল নায়ক। জয় হিন্দ।' বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ণম সাউ বর্তমানে মেডিক্যাল পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। শারীরিক পরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক জিজ্ঞাসাবাদ হবে। কীভাবে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, তা নিয়েও চলছে তদন্ত। পূর্ণমের এই প্রত্যাবর্তন শুধু রিষড়া নয়, গোটা বাংলার কাছেই এক গর্বের মুহূর্ত বলে মত বহুজনের। নিরাপদে তাঁর ফেরা নিশ্চিত করতে যাঁরা নিরলস চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অনেকেই।

হাওড়ার বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠছে শালিমার স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন হাওড়া: স্টেশনের অতিরিক্ত যাত্রী চাপ কমাতে বিকল্প স্টেশন হিসেবে দ্রুত গতিতে আধুনিকীকরণ হচ্ছে শালিমার স্টেশনের। বুধবার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র শালিমার রেলচত্বরেই 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস কোচিং কমপ্লেক্স' তৈরির পাইলিং কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হাওড়া স্টেশনের উপর থেকে দূরপাল্লার ট্রেন চলাচলের চাপ কমানো। ফলে, লোকাল ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে বলে মনে করছে রেল দপ্তর। অনিল কুমার মিশ্র জানান, 'শুধু বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নয়, অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে অন্যান্য দূরপাল্লার ট্রেনেরও মেইনটেনেন্সের বন্দোবস্ত করা হবে এই নতুন ডিপোতে।' বর্তমানে এই কাজগুলি সাঁতরাগাছি রেল ইয়ার্ডে করতে হয়। কিন্তু শালিমারে আধুনিক ডিপো গড়ে উঠলে ট্রেনের পরিষেবা আরও দ্রুত ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালানো যাবে। রেল সূত্রে খবর, ২০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান এই প্রকল্পের কাজ আগামী এক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার

লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। শালিমার স্টেশনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে নতুন ওভারব্রিজ, আন্ডারপাস, রাস্তা ও ফেরিঘাট তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের আশা, শালিমারে বন্দে ভারত কোচিং কমপ্লেক্স চালু হলে হাওড়া স্টেশন নির্ভরতা অনেকটাই কমবে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে এবং রেলের পরিকাঠামোগত সক্ষমতাও এক ধাক্কায় অনেকটা উন্নত হবে। এখন শুধু অপেক্ষা, প্রতীক্ষিত এই প্রকল্পের সময়মতো বাস্তবায়ন।

গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষার জন্য আধুনিক 'অটোমেটেড' কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট নিয়ে বারবার অভিযোগ ওঠার পর এবার বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। ম্যানুয়াল পদ্ধতিকে সরিয়ে এবার আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর 'অটোমেটেড টেস্টিং স্টেশন' চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে রাজ্যের ১২টি জেলায় এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, দূষণ ও যান্ত্রিক ত্রুটি নিরূপণ করতে সক্ষম এই নতুন পদ্ধতি। বর্তমানে রাজ্যে ৫৭টি ফিটনেস সেন্টার থাকলেও, সেখানে পরীক্ষা চলে খালি চোখে, যার ফলে ত্রুটি ধরা পড়ে না অনেক ক্ষেত্রেই। আবার ফিটনেস সার্টিফিকেট ঘুষ দিয়ে পাওয়া যায় বলেও অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এই পরিস্থিতিতে স্বচ্ছতা আনতেই রাজ্য পরিবহণ দফতর আধুনিক পরীক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার পথে হেঁটেছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ ১২টি জেলায় থাকছে এই কেন্দ্র। এই জেলাগুলির গাড়ি পরীক্ষার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে যেতে হবে নিজের জেলার কেন্দ্রে। অন্য জেলার গাড়িকে যেতে হবে নিকটবর্তী স্টেশনে। এই ব্যবস্থায় গাড়ির অবস্থা যাচাই হবে যন্ত্রের মাধ্যমে। ফলে ভুল কমবে, এবং টেকনিক্যাল অফিসারদের উপর নির্ভরশীলতাও হ্রাস পাবে। পরিবহণ দপ্তরের আশা, এতে একদিকে যেমন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমবে, তেমনই দূষণ নিয়ন্ত্রণেও থাকবে বাড়তি নজর। প্রশাসনের মতে, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ফিটনেস পরীক্ষার নতুন যুগের সূচনা করবে এই পদক্ষেপ।

খড়গপুর রেল কলোনিতে অবৈধ দখল রেলওয়ের নোটিশ বিজেপি ও তৃণমূলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেলওয়ে জমিতে অননুমোদিত দখল সরাতে কড়া পদক্ষেপ নিল খড়গপুর রেলওয়ে প্রশাসন। ১৪ই মে খড়গপুর শহরের সাউথ সাইড এলাকার রেলওয়ে প্রাঙ্গণে, বিশেষত ২৬ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত দুটি রাজনৈতিক দলের অননুমোদিত নির্মাণ নিয়ে প্রশাসন পদক্ষেপ নেয়। বিজেপি এবং অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস-কে নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে, তারা যেন ৭ দিনের মধ্যে তাদের অবৈধ অফিসগুলি সরিয়ে নেয়।

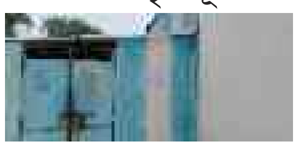

রেলওয়ের তরফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই কাঠামোগুলি রেল জমিতে অনুমতি ছাড়াই নির্মিত হয়েছে এবং এটি রেল সম্পত্তি ব্যবহার আইনের পরিপন্থী। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দখলদারিত্ব না ছাড়লে রেল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানানো হয়েছে। রেল প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহে কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য সরকার এই কাজে নজরদারির দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিগুলি পুনর্গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। জেলা, মহকুমা এবং ব্লক তিনটি স্তরে মনিটরিং কমিটি পুনর্গঠন করা হবে। জেলা স্তরে জেলাশাসকের নেতৃত্বে ১৮ সদস্যের কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই রকম ভাবে মহকুমা স্তরে মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের কমিটি গঠন করা হবে। স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নেতৃত্বে ব্লক স্তরে ৭ সদস্যের কমিটি করতে বলা হয়েছে। ধান কেনার প্রক্রিয়ার পাশাপাশি রাইসমিলগুলির কার্যকারিতার উপর নজরদারি জোরদার করতেই তিনটি স্তরের কমিটি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খাদ্য দপ্তর জানিয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষক স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ধান সংগ্রহ কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত জায়গা চিহ্নিত করার দায়িত্ব জেলাশাসকদের দেওয়া হয়েছে। ঠিক একইভাবে কোনও ক্রয় কেন্দ্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও ব্যক্তি নিজ স্বার্থে কাজ ব্যাহত করার চেষ্টা করলে, তার বা তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হুগলি নদীবক্ষে পর্যটন শিল্প গড়ার সহযোগিতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর

নিজস্ব প্রতিবেদন হুগলি: নদী পার্শ্ববর্তী ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা নিচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর। এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি ঐতিহাসিক পাইলট লঞ্চ, পি.এল. রূপসা, পি.এল. হুগলি ও পি.এল. গোপাল-কে নতুন করে সাজিয়ে ভাসমান পর্যটন, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনের কেন্দ্রে পরিণত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

১৯৯০-এর দশকের শেষাশেষি নির্মিত এই লঞ্চগুলি মূলত জাহাজকে নদীপথে গাইড করার জন্য ব্যবহার করা হত। বর্তমানে এই জলযানগুলি পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি আধুনিকতার মিশেল ঘটানোর এক অসাধারণ সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। এস.এম.পি

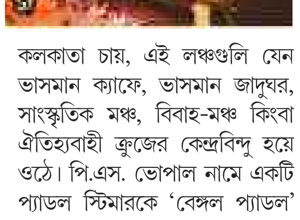

কলকাতা চায়, এই লঞ্চগুলি যেন ভাসমান ক্যাফে, ভাসমান জাদুঘর, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, বিবাহ-মঞ্চ কিংবা ঐতিহ্যবাহী ক্রুজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। পি.এস. ভোপাল নামে একটি প্যাডল স্টিমারকে 'বেঙ্গল প্যাডল' নামে নতুন রূপে চালু করার সাফল্যের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে এই উদ্যোগে উৎসাহিত হয়েছে এস.এম.পি, কলকাতা। এই কাজকে আরও সহজ করতে এস.এম.পি কলকাতা ডক সিস্টেম (কে.ডি.এস)-এ বিনামূল্যে বার্থিং-এর সুবিধা দিচ্ছে, যাতে মেরামতি ও রেট্রোফিটিং-এর কাজ করা যায়। পাশাপাশি, যাত্রী ও কর্মীদের ওঠানামার জন্য বিনামূল্যে জেটি ও প্রদান করা হবে। এই উদ্যোগ কলকাতার প্রাচীন নদীতীরবর্তী সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আনার একটি বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ, যেখানে পর্যটন, সংস্কৃতি ও বাণিজ্য একসাথে উন্নত হবে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৫ মে ২০২৫, ৩১ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার

প্রীতমের মৃত্যুর ঘটনায় বাড়ছে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিঙ্কু মজুমদারের ছেলে প্রীতম ওরফে সৃঞ্জয় দাশগুপ্তের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা যেন কাটছেই না। এদিকে প্রীতম ওরফে সৃঞ্জয়ের মৃত্যুর আগের দিন বা মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু তথ্য সামনে এসেছে। যেখানে শোনা যাচ্ছে, মৃত্যুর আগের দিন বাড়িতে পার্টি করেছিলেন প্রীতম। সঙ্গে ছিলেন তাঁর অফিস সহকর্মীরা। তাঁদের মধ্যে এক জন মহিলাও। এই ঘটনারই রেশ টেনে বুধবার সকালে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ 'আমি ঝুমা' নামে এক ফেসবুক প্রোফাইলের পোস্ট শেয়ার করেন। জানা যাচ্ছে, 'আমি ঝুমা' ওরফে ঝুমা ঘোষ রিঙ্কু মজুমদারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেই পোস্টের সূত্রেই উঠে আসে, প্রীতমের সম্পর্কের জটিলতার একটি তত্ত্ব।

'আমি ঝুমা' নামে ওই প্রোফাইলে দাবি করা হয়, প্রীতম আইটি সেক্টরে কর্মরত এক মহিলার সঙ্গে লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন। সে সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। শুধু তাই নয়, পোস্টের ভাষাতে এটাও কোথাও একটা স্পষ্ট যে, ওই মহিলা তাঁকে আর্থিক সুবিধার জন্য ব্যবহার করতেন। এমনটাই অভিযোগ ঝুমা ঘোষের। এমনকি তিনি পোস্টে এও দাবি করেছেন, রিঙ্কু মজুমদার ওই তরুণীকে তাঁর ছেলেকে বিয়ে করার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু ওই তরুণী তাঁর ছেলেকে বিয়ে করার ব্যাপারে এখনই রাজি ছিলেন না। ওই তরুণী রিঙ্কুর ছেলের ওপর অত্যাচার চালাতেন বলেও অভিযোগ করেছেন বলেও জানান ঝুমা ঘোষ। এরই পাশাপাশি প্রীতমের অনেক মানসিক যন্ত্রণার কথা নিজের পোস্টে তুলে ধরেছেন ঝুমা ঘোষ। এক ইউটিউব চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে ঝুমা ঘোষ জানিয়েছেন, ওই মহিলার নাম সৃজনী। ঝুমার দাবি, সৃজনী মঙ্গলবার সারাটা দিন রিঙ্কুর পাশে ছিলেন। যদিও সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে পাল্টা রিঙ্কু মজুমদার কিংবা দিলীপ ঘোষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রীতমের মৃত্যুর কারণ কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রীতমের স্নায়ুর সমস্যা ছিল। তিনি একাধিক ওষুধ খেতেন। ড্রাগ ওভারডোজেজের একটি কারণ উঠে এসেছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার ছেলের বান্ধবীর কাছ থেকে মঙ্গলবার সকালে ফোন পেয়ে তাঁর ফ্ল্যাটে যান। ছেলের মৃত্যুতে একেবারেই ভেঙে পড়তে দেখা যায় দিলীপ জায়া রিঙ্কুকে। মঙ্গলবার তিনি এও জানান, 'আমার বিয়ের পর ও 'আপসেট' থাকত। মনখারাপ ছিল ওর। আমাকে বলত না। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম।' তিনি আরও বলেন, 'আমি সবে সিদ্ধান্ত করেছিলাম দিলীপের সঙ্গে কথা বলব। উনি ব্যস্ত ছিলেন। আমি এটাই বলতাম যে, 'দেখো, ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে আসব। না-হলে আমি ছেলের কাছে গিয়ে থাকব।' কথাবার্তা হচ্ছিলও। উনি বলেছিলেন, 'ওকে একটু অভ্যস্ত হতে দাও। ও যদি বাইরে চাকরি করত, তখন তো বাইরে থাকতে হত।' তবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ছেলের ঠিক যত্ন হচ্ছে না। মনটা ওর ঠিকঠাক ছিল না। আমি মা তো!' মঙ্গলবার দিলীপ বলেন, 'পুত্রসুখ হল না, পুত্রশোক হল।' তবে এর মধ্যে আরও একটি বড় ইঙ্গিত দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। বুধবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে শোকার্ত দিলীপ বলেন, 'হঠাৎ করে কেন হল, কী হল, তা ময়নাতদন্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট পেলে বুঝতে পারব।' পাশাপাশি দিলীপ এও স্বীকার করেন, প্রীতমের মৃত্যু অনেক 'বড় শিক্ষা' দিয়ে গেল।

নেশার নেশায় যুবসমাজ, সৎছেলের মৃত্যু ঘিরে উদ্বেগে দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৎছেলের আকস্মিক মৃত্যুর পর এক গভীর মানসিক ধাক্কায় দিলীপ ঘোষ। সেই শোক থেকেই এবার যুবসমাজের বিপথগামিতা নিয়ে প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানালেন বিজেপি নেতা। বুধবার সকালে তিনি বলেন, 'আজকের প্রজন্ম কীভাবে নেশার কবলে পড়ে নিজের জীবন শেষ করছে, সৃঞ্জয়ের ঘটনাই তার প্রমাণ।' মাত্র ২৬ দিন আগে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন দিলীপ। সেই বিয়ের সময় থেকেই আলোচনায় উঠে এসেছিল স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারের প্রথম পক্ষের ছেলে সৃঞ্জয় মজুমদার। দিলীপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যথেষ্ট মধুর ছিল বলে জানানো হয়েছিল। একসঙ্গে খেলা দেখতে যেতেন, সময় কাটাতেন। কিন্তু হঠাৎই মঙ্গলবার রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় সৃঞ্জয়ের। সূত্রের খবর, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন এবং নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। এই ঘটনার পর বিজেপি নেতার কণ্ঠে শোনা গেল হাহাকার, আত্মসমালোচনা আর সমাজের প্রতি আহ্বান। দিলীপ বলেন, 'আমাদের ছেলে-মেয়েরা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, তা খেয়াল রাখতে হবে। শুধু লেখাপড়া শেখালেই দায়িত্ব শেষ হয় না। এটা একটা বড় শিক্ষা।' সৃঞ্জয়ের মৃত্যু তদন্তে উঠে এসেছে আরও বিস্ফোরক তথ্য। সম্পর্কে তাঁর প্রেমিকা নিয়মিত মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাতেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ নিয়ে কিছুটা ইঙ্গিত মিললেও, বিস্তারিত তদন্তের অপেক্ষায় পুলিশ। যুবসমাজকে মাদকের কবল থেকে রক্ষা করতে এবার আরও কড়া মনোভাব নিতে হবে পরিবারগুলিকে, এই বার্তাই দিলেন দিলীপ ঘোষ।

বিহারে এনডিএ জোট, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসবে: সতীশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে বুধবার জগদ্দলের মেঘনা মোড়ে দলের তরফে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত কর্মসূচিতে হাজির হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে বলেন, দিল্লির নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাব যেমন বিহারে পড়বে, তেমনি বিহার নির্বাচনের ফলের প্রভাবও বাংলায় পড়বে। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, 'দিল্লিতে বহু বছর বাদে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। বিহারেও এনডিএ জোট সরকার হবে। ২০২৬ সালে বাংলা থেকে তৃণমূল বিদায় নেবে। আর নিশ্চিতভাবে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসবে।' কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এদিন সাফ জানিয়ে দেন, 'পাক অধিকৃত কাশ্মীর তাঁরা চান। এমনকি পুরোপুরো সন্ত্রাসবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপারেশন জারি থাকবে।' অপরদিকে কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'দেশকে 'এক' রাখতে এবং দেশকে বাঁচাতে পারবে একমাত্র বিজেপি। আর নরেন্দ্র মোদীজি।' তাঁর কটাক্ষ, 'রাষ্ট্রবিরোধীরা চেহারা বদল করে আপনাদের সামনে আসবে। কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনও লালু প্রসাদ যাদব, আবার কখনও অখিলেশ যাদব। যদিও এঁরা নিজেদেরকে রাষ্ট্রবাদী বলেও দাবি করেন।' তাঁর অভিযোগ, 'দেশের কথা কিংবা জনতার কথা ভাবেন না। এঁরা শুধু নিজেদের পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির কথাই ভাবেন।' এদিন তিনি দলের 'কোর' ভোট অটুট রাখার বার্তাও দিলেন। এদিনের কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপি নেত্রী শশী অগ্নিহোত্রী, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে প্রমুখ।

কোটি টাকা লুটে গ্রেপ্তার কেপি'র কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ৫ মে কলকাতার উপকণ্ঠে এন্টালিতে ট্যাক্সি থেকে আড়াই কোটি টাকা লুট করার অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আগেই ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে। এবার সপ্তম ব্যক্তিকেও পাকড়াও করল পুলিশ। ঘটনাচক্রে, এই অভিযুক্ত খোদ কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে কর্মরত। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতর নাম মিন্টু সরকার। কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের কনস্টেবল পদে কর্মরত মিন্টুর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের জয়পুর থানার বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে তাঁকে প্রথমে আটক করা হয়। এরপর বয়ানে বিস্তর অসঙ্গতি মেলায় গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, ডাকাতির ঘটনায় আগেই ধৃত ছ'জনকে জেরার সূত্রেই উঠে আসে পুলিশ কনস্টেবল মিন্টুর নাম। টানা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে মিন্টু নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে বলেও দাবি পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্রের। এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের কোনও কর্তার প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ৫ মে এন্টালিতে একটি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংস্থার দুই কর্মী ট্যাক্সিতে করে দু'কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, মাঝপথে জোর করে ট্যাক্সিতে দু'জন উঠে পড়ে।

এরপর কামারডাঙার নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়ে টাকা লুট করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে এখন ও পর্যন্ত ৭১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় ৬ জনকে। সেই সূত্রেই এবার কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করল এই কনস্টেবলকে।

'ওদের বাপ-ঠাকুরদা সব চিনে আছে', বামেদের তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমি ওসব নিয়ে একটুও পাত্তা দিই না। বিকাশ রঞ্জন কে?' বুধবার সল্টলেকে বিজেপির সদর দপ্তরে একটি জরুরি বৈঠকে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের বামেদের কড়া নিন্দা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আগামী ১৬ মে রাজ্যে তেরঙ্গা যাত্রার প্রাক্কালে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর এই বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। তিনি বলেন, 'ওদের বাপ-ঠাকুরদারা সবাই চিনে আছে। তাদের নাম সবাই চেনে। ওরা বিবেকানন্দের নাম বলে না। ওরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম বলে না। ওরা বিনয়, বাদল, দীনেশ, মাস্টারদা সূর্যসেন, মাতঙ্গিনী হাজরার নাম বলে না। ওরা ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের নামও বলে না।' এরপর আরও একধাপ এগিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'তাদের বাপ-ঠাকুরদা, কার্ল মার্ক্স, লেলিন, হো চি মিন, মাও সে তুং, স্তালিন, মুসোলিনি, আমরা এসবের নাম বলতে চাই না।' বিজেপি নেতার দাবি, 'মোদীজিই তাঁর ভাষণে সব বলেছেন। গোটা দেশের জনতা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রয়েছে।' তিনি আরও জানান, 'গতকাল অরুণাচল থেকে ঋধনগর, দিল্লির ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত তেরঙ্গা যাত্রা শুরু হয়েছে। আমরা সব কিছু দেখেছি।' সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য তাঁর শেষের কথায়, 'বাকিটা দেখা যাবে ১৬ মে কলকাতায়। আসল তেরঙ্গা যাত্রা। নেতাজির ভূমি। বিবেকানন্দের ভূমি। এই ভূমিতে সব জাতীয়তাবাদী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রয়েছেন। আমরা মোদিজীর থেকে ২৬০টা জঙ্গিদের কাটা মুন্ডু চেয়েছিলাম, সেখানে ১০০০ টার বেশি পাওয়া গেছে।'

মাথায় চোট বিধায়ক তাপস সাহার, হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত তেহট্টর তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা। সূত্রের খবর, মাথায় চোট পেয়ে অচেতন হয়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একটি হাসপাতালে। সেখানে পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক বুঝে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেন স্থানীয় ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা। এরপরই কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। শোনা যাচ্ছে, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। মাথার চোট গুরুতর বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার, সকাল আটটা নাগাদ ব্রেনস্ট্রোক নিয়ে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বিধায়ককে। সেখানে আইসিইউ-তে ভর্তি ছিলেন তিনি। কিন্তু যত সময় এগোচ্ছিল, শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। শেষমেশ তাঁকে রেফার করা হয় কলকাতায়। অ্যাম্বুল্যান্সে আইসিইউ সাপোর্টে তাঁকে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। ২০১৬ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পলাশীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাপস সাহা। এরপরে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তেহট্ট থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত বছরেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে সামনে এসেছিল তাপস সাহার নাম। চাকরি দেওয়ার নাম করে তিনি কয়েক কোটি টাকা তুলেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁর কণ্ঠস্বরও সংগ্রহ করে সিবিআই। সে সময়ে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার পরে তাঁকে বলতে শোনা গেছিল, 'আমায় আবার ডাকা হয়েছিল। তদন্তে সহযোগিতা করব।'

বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বনগাঁ লোকাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল বনগাঁ লোকাল। সূত্রে খবর, ১২টা বেজে ১০ মিনিট নাগাদ বনগাঁ থেকে শিয়ালদা অভিমুখী ৩৩৮৩০ ডাউন বনগাঁ লোকাল ঢুকছিল দমদম জংশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ট্রেনের ভিতর যাত্রীরা অপেক্ষা করছিলেন প্ল্যাটফর্মে নামবেন বলে। প্ল্যাটফর্মে ততক্ষণে ঢুকে গিয়েছে ট্রেন। সেই সময় আচমকা বিরাট ঝাঁকুনি অনুভব করেন যাত্রীরা। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যায় ট্রেনের চারটি চাকা ট্র্যাক থেকে নেমে গিয়েছে। তবে গতি কম থাকায় যাত্রীদের কোনও ক্ষতি হয়নি। খবর যেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান ইঞ্জিনিয়াররা। এদিকে ট্রেনটিকে ওইখানেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অ্যাকশন রিলিফ টিমও। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় সাড়ে ১২টা থেকে চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দমদম ক্যান্টনমেন্টে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাউন হাসনাবাদ লোকাল। ডাউন গোবরডাঙা লোকাল বিরাটি এবং পরের বনগাঁ লোকাল মধ্যমগ্রামে দাঁড়িয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

উল্লেখ্য, লোকাল ট্রেনের বেলাইন হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। এর আগে হাওড়া-টিকিয়াপাড়া কারশেডের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায় বাগনান লোকাল। তবে এর আগে মালগাড়ির লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল। ২০২৩ সালে করমণ্ডল এক্সপ্রেস ওড়িশার বাহানাগার কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। সেই সময় লাইনচ্যুত হয়ে তিনটি বগি। যার জেরে মৃত্যু হয় একাধিকের।

পূর্ণমের মুক্তিতে 'ভারতের কূটনৈতিক জয়' দেখছেন সুকান্ত

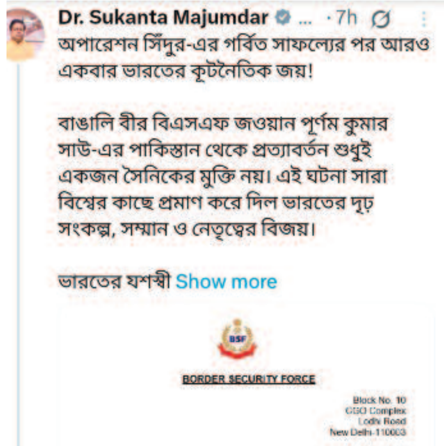

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের হেফাজত থেকে বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ-এর মুক্তিকে ভারতের কূটনৈতিক জয়ের নিদর্শন বলে বর্ণনা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার সকালে আটারিতে যৌথ চেকপোস্টে পাকিস্তান রেঞ্জার্সের হাত থেকে রিষড়ার পূর্ণমকে গ্রহণ করে বিএসএফ। এই ঘটনার পরেই এক আবেগঘন বার্তা প্রকাশ করেন সুকান্ত।

তিনি সোস্যাল মিডিয়ার পোস্টে লেখেন, 'অপারেশন সিঁদুর-এর গর্বিত সাফল্যের পর আরও একবার ভারতের কূটনৈতিক জয়! বাঙালি বীর বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ-এর পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তন শুধুই একজন সৈনিকের মুক্তি নয়। এই ঘটনা সারা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করে দিল ভারতের দৃঢ় সংকল্প, সম্মান ও নেতৃত্বের বিজয়।' এর পাশাপাশি তিনি কৃতজ্ঞতা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। সুকান্ত লেখেন, 'আপনার অটল নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী কূটনৈতিক কৌশলই আজ ভারতের প্রত্যেক সন্তানের জন্য নিরাপত্তা ও গর্ব নিশ্চিত করেছে। এটাই মোদীজির শাসন। যেখানে একজন জওয়ানের গায়ে হাত পড়লে, দিল্লি জবাব দেয় বজ্রনিনাদে!' তাঁর মতে, মোদীর নেতৃত্বে ভারত আর নীরব থাকে না, ভারত প্রতিঘাত করে এবং ইতিহাস গড়ে। সুকান্তর জোরালো মন্তব্য, 'এবারও ভারত জিতেছে, কারণ আমাদের অভিভাবক প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মোদীজি রয়েছেন!' শেষে তিনি জয়ধ্বনিতে লেখেন, 'ভারত মাতার জয়! জয় হিন্দ!'

উধাও তেল ভর্তি ট্যাঙ্কার, প্রতারিত কলকাতার ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাঙ্কারভর্তি তেল রায়পুর থেকে অসমে পাঠাতে গিয়ে প্রতারিত কলকাতার ব্যবসায়ী। উধাও প্রায় ২১ লাখ টাকার তেল ভর্তি ট্যাঙ্কার। এই ঘটনায় ট্যাঙ্কারের চালক ও একটি পরিবহন সংস্থার বিরুদ্ধে মধ্য কলকাতার পোস্তা থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন পোস্তার ব্যবসায়ী। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, পোস্তার কটন স্ট্রিটের ব্যবসায়ী অসমের আজারায় তেল সরবরাহ করার বরাত পান। এরপর তিনি উত্তরপ্রদেশের জি বি নগরের এক তেল সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই সংস্থাটির মাধ্যমে পোস্তার ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ হয় মুম্বইয়ের এক ব্যবসায়ীরও। ওই ব্যবসায়ী তাঁকে জানান, তাঁদের একটি তেলের ট্যাঙ্কার ছত্তিশগড়ের রায়পুরে যাবে। রায়পুরে গাড়িতে তেল ভর্তি করা হবে। সেখান থেকে গাড়ি উত্তরবঙ্গ হয়ে পৌঁছে যাবে অসমে আজারায় নির্দিষ্ট জায়গায়। তার জন্য আগাম ২১ লাখ ৩১ হাজার টাকা পোস্তার ব্যবসায়ী খরচও করেন। তাঁকে ওয়েবিল-সহ অন্যান্য নথির কপি দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি ওই তেলের ট্যাঙ্কারের চালক মহম্মদ শরিফের সঙ্গে কলকাতার ওই ব্যবসায়ীর ফোনে যোগাযোগও করেন। গত ২১ মার্চ তেল ট্যাঙ্কারের চালক শরিফ পোস্তার ব্যবসায়ীকে জানান, রায়পুরে ট্যাঙ্কারে ৩৪ হাজার কিলো তেল ভর্তি করা হয়েছে। এবার রায়পুর থেকে ট্যাঙ্কার রওনা দিচ্ছে অসমের দিকে। পোস্তার ব্যবসায়ীর দাবি, দশ দিনের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছনোর কথা ছিল ট্যাঙ্কারের। এর মধ্যে ব্যবসায়ীর সঙ্গে চালক শরিফের বেশ কয়েকবার কথা হয়। কিন্তু দশদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও অসমের আজারায় পৌঁছয়নি ওই ট্যাঙ্কারটি। সঙ্গে চালক শরিফকেও ফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এদিকে আবার ট্যাঙ্কারের মালিক ও পরিবহন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। এরপরই ব্যবসায়ী পুলিশকে জানান, তিনি নিজেই রায়পুর থেকে অসমে যে রাস্তাগুলি দিয়ে ট্যাঙ্কারটি গিয়েছে, সেগুলির টোল প্লাজার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জানতে পারেন যে, আজারা থেকে ১৭৭ কিলোমিটার দূরে অসমের গালিয়া টোল প্লাজায় শেষ ট্যাঙ্কারটি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকে আর সেটির সন্ধান মেলেনি। এরপরই পোস্তা থানায় ওই ব্যবসায়ী অভিযোগ জানান, চালক ট্যাঙ্কার নিয়ে পালিয়েছেন। তিনি চোরাপথে বিক্রি করে দিয়েছেন ট্যাঙ্কারের তেল। এমনকী, তাতে ওই ট্যাঙ্কারের মালিক ও পরিবহন সংস্থার কর্তার মদত রয়েছে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীর। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কঠোর নজরদারির ঘেরাটোপে বন্দর ও রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্তমানে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক। তাদের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা তথা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কড়াকড়ি বেড়েছে। কোথাও সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তা জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বন্দরে কর্মী ও আধিকারিকদের প্রবেশের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি করা হচ্ছে। উপযুক্ত পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকেই বন্দরে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলেও জানানো হয়েছে।

এরই পাশাপাশি শিয়ালদা বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। যাত্রী সুরক্ষার প্রতি দৃঢ় ব্যক্তিগত অঙ্গীকার প্রদর্শন করে, শিয়ালদার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা কলকাতা, শিয়ালদা, দমদম, মাঝেরহাট এবং কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশনে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার বর্ধিত ব্যবস্থাগুলির বাস্তবায়ন যাতে সঠিকভাবে হয় সে ব্যাপারে নজরদারিও চালান। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন কেন্দ্রগুলিতে যাত্রীদের জন্য একটি সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিগত এবং প্রোটোকল ভিত্তিক একাধিক উন্নত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিআরএম, শিয়ালদা, বিভিন্ন স্টেশনে লাগেজ স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ এবং স্ট্র্যাটেজিকভাবে বসানো সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থাও সরাসরি পরিদর্শন করেন। উন্নত নজরদারির মাধ্যমে সম্ভাব্য হুমকি প্রতিরোধ ও দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। একইসঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর মোতায়েন ও প্রস্তুতিও ডিআরএম নিজে পর্যালোচনা করেন, যাতে স্টেশনগুলিতে দৃশ্যমান এবং কার্যকরী নিরাপত্তা উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়। ডিআরএম শিয়ালদার এই উদ্যোগ শিয়ালদা বিভাগের নিরন্তর প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে, যেখানে প্রতিটি যাত্রীর নিরাপত্তা সর্বাধিক অগ্রাধিকার পায়। বিভাগ সর্বোচ্চ নিরাপত্তা মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং যাত্রীদের আত্মবিশ্বাসী ও নিরাপদ যাত্রার অভিজ্ঞতা প্রদানে ধারাবাহিকভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলির উন্নয়ন ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাবে। এর পাশাপাশি, পূর্ব রেলও তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি করার কথাও তিনি জানান।

জিআরপি এবং আরপিএফ ছাড়াও সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করার কথা জানানো হয়েছে। বিভিন্ন স্টেশনের প্রবেশপথে যাত্রীদের ব্যাগ এবং অন্যান্য উপকরণ পরীক্ষা করা ছাড়াও ট্রেন পরিচ্ছন্ন করার ইয়ার্ড, রেললাইন-সহ সর্বত্র নিরাপত্তা এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে রেলের তরফ থেকে। এর পাশাপাশি রেলওয়ে ট্র্যাক, সেতু, সিগন্যাল ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের বিশেষভাবে সচেতনও করা হয়।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃহস্পতি পর্যন্ত তাপপ্রবাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বীরভূম জেলাতে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই অনুভূত হবে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। একইসঙ্গে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার কালবৈশাখীর সতর্কতা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। যে যে জেলায় এই কালবৈশাখীর সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া। কালবৈশাখীর সময় বজ্রপাত এবং শিলাবৃষ্টির সঙ্গে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, আগাম বর্ষা হাজির নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। নির্ধারিত দিনের পাঁচদিন আগেই মৌসুমী বায়ু নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। ১৩ মে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ আন্দামানসাগর এবং উত্তর আন্দামান সাগরের কিছু অংশে ঢুকে পড়ে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু।পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে মধ্য বঙ্গোপসাগর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ঢুকে পড়বে মৌসুমি বায়ু। এদিকে কলকাতার আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বেলা বাড়লে গরম বাড়বে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। সকালে পরিষ্কার আকাশ। বেলা বাড়লে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। শুষ্ক আবহাওয়ায়। রাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। কলকাতায় আজ, বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। গতকাল, মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৮ থেকে ৮৫ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৮ ডিগ্রি থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

সম্পাদকীয়

সিন্ডিকেট ও কাটমানির সংস্কৃতির বিস্তারে সাধারণ জনগণ প্রহর গোনে পরবর্তী দুর্ঘটনার

ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, ঘনঘোর বর্ষার টুপটাপ শব্দটি কতখানি ভীতিপ্রদ। নড়বড়ে আশ্রয়স্থলের অসুরক্ষিত আচ্ছাদন থেকে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব বহুমাত্রায় আজ প্রকট সরকারি আবাসন ভবনগুলিতে। পলেস্তারা খসে পড়া রংহীন জীর্ণ অবয়বে বট, অশ্বত্থের শিকড় গজিয়ে ওঠে, ভাঙা ঘুলঘুলিতে বাসা বাঁধে নাম-না-জানা পাখি, মরচে পড়া সদর দরজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ ধ্বনি অস্ফুট স্বরে বলতে চায় অযত্নের সারসত্য কাহিনি। প্রকৃতপক্ষে, এ বঙ্গের সরকারি আবাসস্থলেই নয়, অবহেলার দগদগে ঘা ফুটে ওঠে বিদ্যালয় গৃহ থেকে ছাত্রাবাস; সর্বত্র। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, রাজ্যের প্রথম সারির এক বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে এই রকম সমস্যা বড় বেশি জানান দিত বৃষ্টির দিনে। তিনতলা বিল্ডিং-এর উপরিভাগের রুমের ভিতরে তখন ছোট ছোট বালতি পাতা হত বৃষ্টির জল থেকে বাঁচার জন্য। পরবর্তী কালে কর্মসূত্রে দেখেছি, গ্রামীণ এলাকার বহু বিদ্যালয়ে নিম্নমানের ইমারতি দ্রব্য ব্যবহার করায় দেওয়াল জুড়ে বিস্তৃত চওড়া ফাটল, হাঁ হয়ে যাওয়া মেঝের করুণ দশা। এই সব সরকারপোষিত শিক্ষালয়ের পাল্লাহীন জানলা-দরজা'সহ চার দেওয়ালের নড়বড়ে কাঠামো থেকে শৌচালয়ের দুরবস্থার সাক্ষী আছেন নির্বাচনী কাজে উক্ত স্থানগুলিতে ডিউটি করা সকল ব্যক্তিই। মনে এল, চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন ছাদের চাঙড় খসে এক পরীক্ষার্থীর জখম হওয়ার মর্মান্তিক খবর। এ কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। বছর কয়েক আগে দিনেদুপুরে বর্ধমান রেল স্টেশনের একটি পুরনো জলের ট্যাঙ্ক হুড়মুড়িয়ে আছড়ে পড়লে চার জনের মৃত্যু হয়। প্রকৃতপক্ষে এ সবই খণ্ডচিত্র মাত্র। দুর্নীতির পূর্ণগ্রাসে আজ নিমজ্জিত পর্যবেক্ষণ ও নিয়মিত নজরদারির আইনিবিধি। সস্তা নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার থেকে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, দায়িত্বহীনতা এবং সর্বোপরি সিন্ডিকেট ও কাটমানির সংস্কৃতির বিস্তারে সাধারণ জনগণ প্রহর গোনে পরবর্তী দুর্ঘটনার।

শব্দবাণ-২৭৪

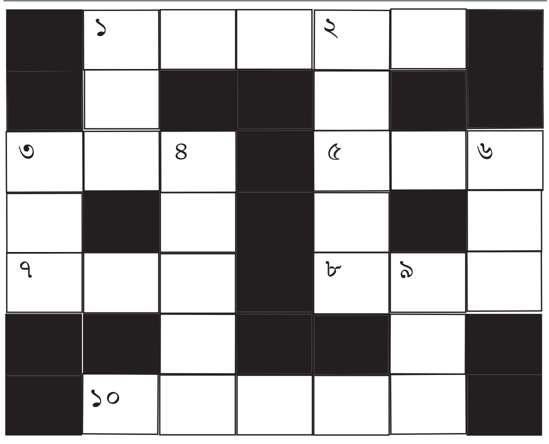

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ষোলো মাত্রার ছন্দবিশেষ ৩. আগুন ৫. শক্তিবর্ধক ওষুধ ৭. ডাকাতদের নকল চরণ ৮. নৌকো ১০. নক্ষত্রমালা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. হাওয়া ২. টিকিট বিক্রয় করার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ৩. অধৈর্য ৪. পোশাকপ্রিয় ব্যক্তি ৬. পায়রা, কবুতর ৯. তরঙ্গ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭৩

পাশাপাশি: ১. মহাদেব ৩. সময় ৪. আনাজ ৬. রহস্য ৯. কমল ১০. নমস্কার।

উপর-নীচ: ১. ময়না ২. বদনা ৩. সংস্কার ৫. জগদ্দল ৭. হসন ৮. অকর।

জন্মদিন

আজকের দিন

মাধুরী দীক্ষিত

১৮১৭ *বিশিষ্ট দার্শনিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*

১৯০৭ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শুকদেব থাপারের জন্মদিন।*

১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতের জন্মদিন।*

বাঁচতে হবে 'ফেক নিউজের' লাভা স্রোত থেকে

তন্ময় সিংহ

সালটা ২০১৭, ওই সময় কলিন ডিকশনারি ইংরেজি শব্দ ভান্ডারে পাকাপাকিভাবে যোগ করল একটি শব্দ 'ফেক নিউজ' । শব্দের ব্যাখ্যায় তারা জানালো মূলত মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিপথে চালিত করে প্রচলিত বিশ্বাস ভেঙ্গে ভুল ধারণা তৈরি করে অর্থ রোজগারে সাহায্য করে এই ফেক নিউজ। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়েই ডেটা ও ইন্টারনেটের গন বিস্ফোরণের সুযোগ নিয়ে নথিভুক্তির দশ বছরের মধ্যেই ফেক নিউজ সারা পৃথিবীব্যাপী তার সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে যা যেকোনো মাধ্যমের থেকেও গতিশীল ভাবে ছড়িয়ে পড়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারে পৃথিবী জুড়ে। বিগত দিনে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের বাতাবরণে আরো একবার পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশকে প্রভাবিত ও বিব্রত করে এবং ভুল পথে চালিত করছে এই ফেক নিউজ।

মে মাসের ৬-৭ তারিখ থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পেহেলগামে উগ্রপন্থীদের ধর্ম চিহ্নিত করে ২৬ জন নিরীহ ভারতীয় কে হত্যা করার সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তীতে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ধ্বংসের জন্য 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করে ভারতীয় সেনা। পাকিস্তানে দ্রোন ও মিসাইল আক্রমণ করে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করার পরবর্তীতে পাকিস্তানের তরফেও ভারতের সেনা ঘাঁটিতে ও জনবসতি লক্ষ্য করে ভারী গোলা বর্ষন ও দ্রোন এবং মিসাইল হামলা শুরু করে। এরই শুরু হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং বিভিন্ন টিভি ও প্রিন্ট মিডিয়াতে ফেক নিউজের রমরমা। ডিজিটাল যুগের অগ্রগতির সুবিধা নিয়ে কখনো 'ডিপফেক' বা কখনো 'এআই' দিয়ে আবার কখনো প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের লড়াইয়ের ছবি ও ভিডিও নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং টিভিতে সম্প্রচার করতে থাকে প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যম এবং দুই দেশের নাগরিকরা। কমেন্ট বক্সে বন্যা বয়ে যায় বিভিন্ন নির্মিত ছবি ও ভিডিওর অরিজিনাল হিসেবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের নাগরিকরাও যোগ দেয় বর্তমানের উগ্রবাদী শাসনের নিয়ম অনুযায়ী পাকিস্তানের সাথে। সবে মিলিয়ে ফেক নিউজের রমরমাতে ও বিশ্বাসযোগ্য করে যুদ্ধের খবর পরিবেশন এর তথ্যে বিচলিত হয় সারা দেশের নাগরিকেরা ।

এই যুদ্ধের আবহে আমরা বারবার শুনছি ফ্যাক্ট চেক এবং ফেক নিউজের কথা আসলে এই বিশাল দেশকে প্রভাবিত করতে এবং মানুষের মধ্যে ঘৃণার স্রোত চালিত করতে ফেক নিউজ এর কোন জুড়ি নেই। 'ফেক নিউজ' আমাদের সমাজের শুরুর থেকেই আছে যদিও নিয়মিত অভিযোজনের মাধ্যমে তার স্বরূপ ও প্রভাব পরিবর্তিত হয়েছে। আজ থেকে দু হাজার বছর আগে রোমের মধ্যে যখন সিংহাসনের দাবি নিয়ে জুলিয়াস সিজারের পালিত পুত্র অক্টাভিয়ান এর সাথে জুলিয়াস সিজারের বিশ্বস্ত মার্ক অ্যান্টনিওর লড়াই হচ্ছিল, তখন অক্টাভিয়ান ছোট ছোট কবিতা এবং প্রচার পত্রের মাধ্যমে গোটা রোমে ছড়িয়ে দিয়েছিল, যে মদ্যপ অ্যান্টনিওর এর সাথে মিশরীয় রানী ক্লিওপেট্রার অবৈধ সম্পর্ক আছে যা রোমানদের বিশ্বস্ততা এবং নৈতিকতার বিরোধী। পরবর্তীতে রোমের সম্রাট হন অক্টাভিয়ান এবং ৪০ বছর রাজত্ব করেন। আমাদের লিখিত ইতিহাসে এটাই প্রথম ফেক নিউজের জয় ডঙ্কা বাজিয়েছিল।

গুটেনবার্গ প্রেস আবিষ্কার করার পর ইংল্যান্ডে ছাপাখানাতে রাজা দ্বিতীয় জর্জ কে অসুস্থ ঘোষণা করে রাজত্ব দখলে নেমেছিল বিদ্রোহীরা। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকাতে ছাপা হয়েছিল সংবাদপত্রে চাঁদে ইউনিকর্ন জাতীয় মনুষ্য জীবের খবর যারা উড়তে পারে। আবার এই ফেক নিউজ কে প্রোপাগান্ডা হিসেবে ব্যবহার করে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কিউবাতে ডুবে যাওয়া আমেরিকান জাহাজের জন্য স্পেন কে দায়ী করে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আবার প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জার্মান রা মৃত সৈনিকদের শরীর থেকে একবার করছি এই গুজব ছড়িয়ে জার্মানদের সম্পর্কে মানুষের মনকে বিষাক্ত করেছিল। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নির্বাচনে ফেক নিউজ এর প্রভাব ছিল অপরিসীম যা আবার ২০২৪ এ দেখা যায়। মূলত প্রোপাগান্ডা এবং মানুষের মনকে নিজের দিকে নিয়ে আসতে ফেক নিউজ আসলে সমাজে সবচেয়ে প্রাণঘাতী বুলেট হিসেবে দেখা দিতে চলেছে আগামী দিনের পৃথিবীতে।

ভারতবর্ষের ফেক নিউজ এর এই রমরমা শুরু হয়েছিল নোট বন্দির সময় দেশের প্রথম সারির সংবাদ সঞ্চালকেরা যখন ২০০০ টাকার নোটে চিপ আছে প্রচার করেছিল তার মধ্য দিয়ে। ২০১৮ থেকেই কিন্তু এর ব্যাপক প্রচার এবং প্রভাব আমরা দেখতে পেয়েছিলাম ২০১৯ এ লোকসভা নির্বাচনে। ভারতীয় জনতা পার্টি তার নিজস্ব আইটি সেল প্রতিষ্ঠা করে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল তাদের পক্ষের খবরগুলি ঘরের কোনায় কোনায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় পথে যেতে যেতে নেমে তাড়া করার ভিডিওটি ওই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে দুই থেকে উনিশটি সিটে পৌঁছে দিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার পরবর্তীকালে করোনা ভাইরাসের সময় ফেক নিউজ ভারতবর্ষের জন্য খুব ঘাতক হয় এবং রাজনীতিতে সমস্ত দল আপন করে নেয় ফেক নিউজ কে তাদের সুবিধামত। ২০১৯ এ সিএএ চালুর প্রস্তাব হলে ফেক নিউজের রমরমা দেশের প্রধান দুই ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে বিভেদের ও বিভাজনের কারণ হয়। পরবর্তীকালে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা উঠে যাওয়ার পর পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন এজেন্ডা প্রচার করার জন্য ও চিরদিন ধরে চলে আসা পাকিস্তানের বিরোধিতার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফেক নিউজ ছড়ানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্যালেস্টাইন ও গাজার মধ্যে লড়াইয়ে এই ফেক নিউজের যেমন ভূমিকা আছে সেরকম বাংলাদেশ শেখ হাসিনার পতনে ও ছাত্র আন্দোলনে এই ফেক নিউজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

'অপারেশন সিঁদুর' শুরুর সাথে সাথে, ভারতবর্ষের প্রথম সারির অন্তত তিনটি হিন্দি খবরের টিভি চ্যানেল ভারতের সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল এবং ভারতীয় নৌ বাহিনীর উপস্থিতির তথ্য বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তুলে ধরছিলেন অন্যতম একজন বিখ্যাত ইংরেজি সঞ্চালক, যাকে গোদি মিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয় বলেই মনে করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। পাকিস্তানের একটি নৌ বন্দরে হামলার ভুল তথ্য তুলে ধরেন। 'এমি' মনোনয়ন প্রাপ্ত ও কার্গিল যুদ্ধে বিখ্যাত হওয়া মহিলা সাংবাদিক ও তাঁর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ও টুইটার অ্যাকাউন্টে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেন। 'আয়রন ডোমে' র ভিডিও তুলে ধরে বিখ্যাত বিজনেস গ্রুপের নতুন মালিকানাধীন টিভি চ্যানেলটি। আবার অনেকে এআই নির্মিত ফেক ভিডিও প্রচার করেন বিরুদ্ধ পক্ষের প্রবক্তার। পাকিস্তানি গণমাধ্যম ও কখনো বেইরুটের ভিডিও, কখনো গাজার ভিডিও, আবার কখনো থাইল্যান্ডের ভিডিও প্রকাশ করে পক্ষে ও বিপক্ষে সংবাদ করতে থাকে দেশের অধিবাসীদের চাঙ্গা ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। যদিও পরবর্তীতে এই ফেক নিউজের বুদবুদ ধরা পড়লেও সাধারণ মানুষের মধ্যে যুদ্ধের ভয় ছড়িয়ে দিতে এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়।

শুধুমাত্র ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলি তাদের অতিরঞ্জিত পরিবেশনার মাধ্যমে ভারতবাসীর মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে তা নয়, অনেক গোপন তথ্য এবং নিরাপত্তাজনিত তথ্য খুলে দেয় সমাজ মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রককে নামতে হয় এবং গাইডলাইন জারি করতে হয় সম্প্রচার নিয়ে। প্রতিবেশী চীন ও বাংলাদেশ ও পাল্লা দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ফেক নিউজ প্রচার করতে থাকে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ও একই কারণে উল্টো পক্ষ হিসেবে তারা ভারত বিরোধী প্রচার ও ভুল তথ্য দিয়ে দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের তথ্য ও সম্প্রচার মন্তক যদিও বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব মাধ্যম ও টুইটার একাউন্ট ব্লক করে এই ফেক নিউজ এবং প্রোপাগান্ডা নিউজ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে তবুও এই বিশাল সোশ্যাল মিডিয়াকে কন্ট্রোলে রাখা এক প্রকার অসাধ্য কাজ। বারবার সেই জন্য দেশের নাগরিকদের সচেতন করছে কর্তৃপক্ষ যাতে এই ঘৃণ্য লাভার স্রোত এবং ভুল তথ্য দেশের মধ্যেকার ঐক্যকে বিনষ্ট না করতে পারে। ভারতবর্ষের বিদেশ মন্ত্রকের সাথে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দুই বিমান বাহিনীর কর্মী সোফিয়া কুরেশি ও ভৌমিকা সিংহ কে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়ে ভারতের সরকার দেশের অখন্ডতা রক্ষার বার্তা দিয়েছেন। যদিও প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যম এবং তাদের জনপ্রিয় তারকা অ্যাঙ্কররা নফরতের গোলাবর্ষণ থামাতে পারেনি।

একমাত্র প্রিন্ট মিডিয়ায় এখনো এই ভুল তথ্যের স্রোতের মধ্যে আসল তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছে ভারতীয় জনগণের কাছে। প্রথম সারির কিছু ইংরেজি সংবাদপত্র যুদ্ধের খবরকে পরিবেশন করার চেষ্টা করছে মানবিক রূপে। দুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরে এবং সাধারণ মানুষকে যে সমস্ত সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তা সামনে রাখতে সারা দেশের এই ফেক নিউজ হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত মানুষদের কাছে। ঠান্ডা করে থাকা যাদের কাছে প্রত্যেকটা দিন আসলে যুদ্ধে বিজয়ী ঘোষণা করার দিন এবং বিপক্ষ দেশকে ম্যাপ থেকে মুছে ফেলার দিন কিংবা টুকরো টুকরো করার দিন। আর এই দ্রুত বিজয় ঘোষনা করতে থাকা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে দায়িত্বশীল মিডিয়া শিকার হচ্ছে ফেক নিউজের, এবং যুদ্ধের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির যারা সম্মুখীন হচ্ছে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার কেউ থাকছে না যেহেতু নেটপাড়া গণ হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত।

লিখিত, ছবি এবং সমাজ মাধ্যমে ভাসতে ভাসতে ফেক নিউজ বর্তমানে 'ডিপফেক' এর আকারে, আমার আপনার বা যেকোনো নামি জননায়ক বা সঞ্চালক কিম্বা জনগণকে পরিচালিত করতে সক্ষম এরকম কারো গলা ভয়েস এবং হাঁটাচলা নকল করে ভিডিও তৈরি করে যার সাথে আসলের ফারাক করতে সাধারণ ভারতবাসী রা অক্ষম যদি না কোন ফ্যাক্ট চেক মাধ্যম অতি দ্রুত তা চিহ্নিত করে সেই সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা ছড়ায়। বর্তমান যুদ্ধের সময় এই ধরনের বিভিন্ন সাইবার অপরাধ এবং ফেক নিউজের রমরমা বাড়বেই তার থেকে সারা ভারতবর্ষের সচেতন থাকতে হবে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত দেশের সরকারি মাধ্যম থেকে কোন ঘটনার পুষ্টি করা হচ্ছে বা জানানো হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সমাজের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। দেশের প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যম গুলিকে বিশেষত টিভি এবং সামাজিক মাধ্যমে চলা জনপ্রিয় মাধ্যম গুলিকে অতি দ্রুত এই আসল এবং নকল খবরের স্রোত কে বাছাই করে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতে হবে, হয়তো নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে কিঞ্চিত ব্যাঘাত ঘটিয়েও জনস্বার্থে ও দেশের স্বার্থে এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দেশের নাগরিকদের বাঁচাতে হবে ফেক নিউজের লাভা স্রোত থেকে, তবেই ভারত ও ভারতবাসী সুরক্ষিত ও একত্রিত থাকবে।

ভারতবর্ষ মানেই স্বামীজী, হিন্দুত্ব এবং বেদান্তের সম্যক জ্ঞান

প্রদীপ মারিক

হিন্দু' শব্দটিকে যখন সঙ্কীর্ণতা, পশ্চাৎপদতা, অপদার্থতার সমার্থক বলে প্রমাণ করার প্রবল প্রচেষ্টা চলেছে সেই সময় স্বামীজী স্পষ্ট শব্দে বলেছেন, 'আমরা হিন্দু, আমি এই 'হিন্দু'। হিন্দুত্ব একটি জীবন দর্শন। এই সহজ সত্য কথাটি ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ বিচারালয় থেকে শুরু করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। হিন্দুত্বের জীবন দর্শন এবং ধর্মের আধারিত দ্বার। যে জীবন পদ্ধতিতে সমস্ত ব্যবস্থার আধারভূমি ধর্ম, সেই জীবন পদ্ধতিকেই হিন্দুত্ব বলা চলে। সেই ব্যবস্থা রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক যাই হোক না কেন। স্বামীজীর মতে হিন্দুত্ব ও ধর্ম কথা দুইটি সমার্থক। 'এখন ধর্ম ও হিন্দু,এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, এটার আঘাত করার উপায় কারোর নেই। অসভ্য জাতি সমূহ তরবারি ও বন্দুক নিয়ে বর্বর ধর্মসমূহ আমদানি করছে, একজনেও সেই সাপের মাথার মণি ছুঁতে পারে নি, একজনও এই জাতির প্রাণপাখিকে মারতে পারে নি। অতএব এটাই আমাদের জাতির জীবনীশক্তি, আর যতদিন এটা অব্যাহত থাকবে, ততদিন জগতের কোন শক্তি এই জাতিকে বিনাশ করতে পারবে না। যতদিন আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মহত্তম রত্নস্বরূপ এই ধর্মকে ধরে থাকব, ততদিন জগতে সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন ও দুঃখের অগ্নি রাশির মধ্য দিয়েই প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বের হয়ে আসতে পারবো। হিন্দু ধর্ম মানুষের ঐহিক উন্নতির সাধন ও জীবনের রহস্য উন্মোচনের সহায়ক। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু এক সর্বব্যাপক তত্ত্বের বিকাশ। এই সত্যকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাকে এক কথায় আধ্যাত্মিকতা বলা চলে। এবং এই আধ্যাত্মিক সত্যকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকাশিত করাকেই ধর্ম বলা চলে। 'ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।' 'হিন্দুধর্মের সর্বাবগাহী চিন্তা এবং মুখ্যভাব হলো মানবাত্মার স্বাভাবিক দেবত্ব। আত্মা পূর্ণস্বরূপ, ধর্মের লক্ষ্য হইল মানুষের এই সহজাত পূর্ণতাকে বিকাশ করা, ধর্ম মানুষকে উন্নত করে, আর অধর্ম ঘটায় তাহার অধঃপতন।' তিনি চেয়েছিলেন যুব সমাজের মধ্যে ঋষি মুনিদের আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার মনোভাব সঞ্চারিত করতে, আর চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুলতে। স্বামীজী কোন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেননি, কিন্তু যারাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন বা তাঁর লেখা পড়েছেন তাঁদের মানসিকতার মধ্যেই দেশ মাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণাস্থল। ভারতবাসীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক চেতনা। স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় করেছিলেন। তার শিক্ষায় দেশবাসী অভূতপূর্ব আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নিজে বৈদান্তিক হয়েও তিনি ভগবান বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধ সম্বন্ধে এমন অনুরাগ ও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বামীজী, আপনি কি বৌদ্ধ?' তৎক্ষণাৎ তাঁর মন ভাবাবেগে উচ্ছসিত হয়ে উঠল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কি বৌদ্ধ? আমি বুদ্ধের সেবকের সেবক;তস্য সেবক।' বুদ্ধের সম্মুখে তিনি নিজেকে ধুলার মতো নত করে দিতেন। এইভাবে তিনি একদিন খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তখনই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন পরক্ষণেই মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ' যীশুখৃষ্টের সময় আমি জীবিত থাকলে আমি আমার চোখের জলে নয়, বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।' ঈশ্বর এবং ঈশ্বরআত্মার প্রতি তার ভালবাসা ছিল সমুদ্র সমান। তাঁর সেই বাণী ভারতবাসী হিসাবে আমাদের গর্বান্বিত করে, 'দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন-রাত - হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমার মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' বাবুরাম ঘোষ যিনি পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ বলে পরিচিত হন তার গ্রামের বাড়ি ছিল আঁটপুরে। আঁটপুরেই স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের আরো আটজন শিষ্য ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করার সংকল্প নিয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, মাঘী পূর্ণিমা তিথি। আলমবাজার মঠ থেকে ৩ টি নৌকায় ১৫ জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে হাজির হলেন স্বামীজী। তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখতে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে রীতিমতো সেদিন ভিড় জমে গেল। তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই স্বামীজির। নৌকা থেকে নেমেই তিনি গলায় ঝুলিয়ে নিলেন খোল। আর তা বাজিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন গিরিশ ঘোষের লেখা 'কে রে ওরে দিগম্বরা এসেছ কুটিরঘরে' গানটি। তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও। গঙ্গার ঘাট থেকে গান গেয়ে খালি পায়েই চললেন রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে।

নবগোপালবাবু ছিলেন তৎকালীন একটি মার্চেন্ট ফার্মের চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের মধ্যে অন্যতম। ১ জানুয়ারি ১৮৮৬, শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হলে নবগোপালকে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বলেন। সেকারণে নবগোপালের মুখে লেগে থাকত, 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ' ধ্বনি। ১৮৯০ সালের শেষের দিকে নবগোপালবাবু হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে নতুন বাড়ি করে চলে যান। সেই বাড়িতে রামকৃষ্ণ মঠের অনেক সন্ন্যাসীর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সন্ন্যাসীরা গেলেও নবগোপালের বাড়িতে পদধূলি পড়েনি স্বামীজির। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর স্বামীজি দেশে ফিরলে নবগোপালবাবু স্বামীজিকে তাঁর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করেন। সেদিন নবগোপালের বাড়িতে বসেই স্বামীজি রচনা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র। স্বামীজি বললেন , 'ওঁ-স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিনে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায়তে নমঃ।' স্বামীজির রচিত সেই প্রণাম মন্ত্রে আজও পূজিত হন শ্রীরামকৃষ্ণ। এদিন স্বামীজি আরও একটি কাজ করলেন যা হল, সারদামায়ের নামে 'সংকল্প' করে পুজো শুরু করেন। পুজো শেষে হঠাৎ নবগোপাল বাবুর স্ত্রী নিস্তারিণীদেবীর কাছে রামপাখির মাংস খাওয়ানোর অনুরোধ করে বসেন স্বামীজি। সেই যুগে মুরগিকে 'রামপাখি' বলা হত। স্বামীজির সেই অনুরোধ ফেলতে পারেননি নবগোপালের স্ত্রী। তাঁর রাঁধা মুরগির মাংসের বিরিয়ানি স্বামীজি বেশ তৃপ্তি করে খেলেন। ফেরার সময় নিস্তারিণীদেবীকে বলেলেন,, 'আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কাছে দেওয়ার মতো কিছু নেই। তবে আমার এই পাগড়িটি সামান্য উপহার হিসাবে দিচ্ছি।' ১৮৯১ সালে রাজস্থানের খেতরির মহারাজা অজিত সিংয়ের অনুরোধে তিনি প্রথম এই পাগড়ি পরেন। সেই বেশেই শিকাগোয় ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন স্বামীজি। স্বামীজির দেওয়া সেই পাগড়ি আজও সংরক্ষিত রয়েছে নবগোপাল ভবনে। স্বামীজী একদিন বসে আছেন বেলুড় মঠে গঙ্গার তীরে। শীতের বিকেল। স্বামীজীর পাশে এসে বসলেন নিবেদিতা। নিস্তব্ধতা ভেঙে স্বামীজী বললেন, 'সিস্টার এই ভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।' নিবেদিতা একথা শুনে বললেন, 'বলুন স্বামীজী কি করতে হবে?' স্বামীজী বললেন, 'সারা পৃথিবীকে আমি ভারতীয় দর্শন বোঝালাম। কিন্তু, আমি নিজে কি আজও ভারত মাকে জানার চেষ্টা করেছি? ভাবছি পায়ে হেঁটে আমি ভারত মাকে দর্শন করব। তুমি কি পারবে আমার সঙ্গে যেতে?' নিবেদিতা খুব উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। এই দেশকে আমি নিজের দেশ ভেবে সব ছেড়ে চলে এসেছি। এই দেশকে চেনা জানার সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে চাই। যত কষ্টই হোক, আমি আপনার সঙ্গে যাব।' পরিব্রাজক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গী ছিল একটি কমণ্ডলু, লাঠি এবং তার প্রিয় দুটি গ্রন্থ, শ্রীমৎ ভাগবদ্গীতা ও ইশানুসরণ। দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারী থেকে শুরু হল পায়ে হেঁটে ভারত দর্শন। স্বামীজীর পরের গন্তব্য কাশ্মীর উপত্যকা। টানা প্রায় ৬ মাস পথ চলে, অক্টোবর নাগাদ স্বামীজী পৌঁছান কাশ্মীর। ক্লান্ত অবসন্ন স্বামীজীর শরীর আর চলছে না, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। উপত্যকার একটি ফাঁকা মাঠের পাশে একটি পাথরের খণ্ডের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন স্বামীজী। মাঠে তখন খেলা করছে কয়েকটি স্থানীয় শিশু ও কিশোর। একটি বছর পাঁচেকের শিশুকন্যাও রয়েছে তাদের মধ্যে। স্বামীজী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শিশুটির দিকে। কিছুক্ষণ পর মেয়েটির মা, তাঁর মেয়েকে ডেকে, একটি পাত্র করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। মেয়েটি খাবারটি সবে মুখে তুলতে যাবে, এমন সময় দূর থেকে একটি ছোট ছেলে চিৎকার করে নিজেদের ভাষায় কিছু কথা বলতে বলতে মেয়েটির কাছে ছুটে এল। ছেলেটি ওই বাচ্চা মেয়েটির চেয়ে বয়সে ছোট। এরপর মেয়েটি নিজের মুখের খাবারটা রেখে দিল আবার পাত্রের মধ্যে। তারপর খাবার সহ পাত্রটি এগিয়ে দিল ওই ছেলেটির দিকে। স্বামীজী এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উঠে দাঁড়ালেন আর চিৎকার করে বললেন, ' নিবেদিতা আমি পেয়ে গিয়েছি।' নিবেদিতা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি পেলেন স্বামীজী?' স্বামীজী দীপ্ততার হাসি নিয়ে বললেন, 'মা দুর্গাকে পেয়ে গিয়েছি, সিস্টার আমি ভারত মা কে খুঁজে পেয়েছি।' তারপর নিবেদিতার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওই দেখো সিস্টার যে মেয়েটা নিজের মুখের খাবার ভাইয়ের মুখে তুলে দিতে পারে সেই তো আমার মা দুর্গা। সেই তো আমার ভারত মাতা। সিস্টার, তুমি পুজোর উপকরণ সাজিয়ে ফেলো। আগামীকাল দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে এই মেয়েটিকেই আমি ক্ষিরভবানী মন্দিরে, দুর্গার আসনে বসিয়ে কুমারীপুজো করব। আমি যাচ্ছি মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলতে।' ঠিক তখনই স্বামীজীর রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাশ্মীরি পণ্ডিত। তাঁরা স্বামীজীর পথ আটকে বললেন, 'স্বামীজী আপনি না জেনে বুঝে এক মস্ত ভুল করতে যাচ্ছেন। আপনি ওই মেয়েটিকে কখনওই দুর্গা রূপে পুজো করতে পারেন না। ওর জন্ম মুসলমান ঘরে। ওর বাবা একজন মুসলমান শিকারা চালক, ও মুসলমানের মেয়ে।' স্বামীজী ধীর স্থির অথচ দৃঢ় গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনারা আপনাদের মা দুর্গাকে হিন্দু আর মুসলমানের পোশাক দিয়ে চেনেন। আমি আমার মা দুর্গাকে অন্তরাত্মা দিয়ে চিনি। ওই মেয়েটির শরীরে হিন্দুর পোশাক থাক বা মুসলমানের পোশাক, ওই আমার মা দুর্গা। আগামীকাল ওকেই আমি দুর্গার আসনে বসিয়ে পুজো করব।' দুর্গা অষ্টমী, ক্ষিরভবানী মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে, শাঁখ বাজছে। এই মন্দিরেই মুসলমানের মেয়ে বসে আছে কুমারী সেজে পুজো করছেন হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। পুজোর উপকরণ সাজিয়ে দিচ্ছেন, আইরিশ সন্তান মার্গারেট নিবেদিতা। ভারতবর্ষের নব জাগরণের অগ্রদূত স্বামীজী ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উৎসবের দিন উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলকাতা উচ্চ আদালতের একজন আইনজীবী ছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। মায়ের উপযুক্ত শিক্ষায় বড় হয়ে উঠেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তার পরিবার সাময়িকভাবে রায়পুরে অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ছত্তিসগড় রাজ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে দত্ত পরিবার আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনিই ছিলেন সেইবছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ একমাত্র ছাত্র। বই পড়তে তিনি খুব ভালোবাসতেন। দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্য বিষয়ে বই পড়ায় তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের কথা প্রথম শোনেন অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টির কাছ থেকে। একটি সাহিত্যের ক্লাসে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের দ্য এক্সকারশন কবিতাটি পড়ানোর সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা অধ্যাপক বলেছিলেন। উক্ত কবিতায় ব্যবহৃত 'ট্রান্স' কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ছাত্রদের বলেন, 'ট্রান্স' বিষয়টির সত্যিকারের অর্থ বুঝতে হলে ছাত্রদের দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে দেখতে হবে। শুধু দেখা নয় তাকে বুঝতে হবে। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। চিকিৎসার প্রয়োজনে তাকে প্রথমে উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর ও পরে কাশীপুরের একটি বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় নরেন্দ্রনাথসহ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অন্যান্য শিষ্যগণ তার সেবা-যত্ন করেন। এই সময়ও নরেন্দ্রনাথের ধর্মশিক্ষা চলতে থাকে। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কয়েকজন শিষ্য এই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ থেকে সন্ন্যাস ও গৈরিক বস্ত্র লাভ করেন। এভাবে রামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীতে প্রথম সন্ন্যাসী সংঘ স্থাপিত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দেন মানব সেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সাধনা। নরেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজি আধুনিক মানুষের আদর্শ, বিশেষ করে তরুণ সমাজের জন্য তিনি আমাদের এমন কিছু দিয়েছেন যা আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে গর্বিত করে। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের প্রতিটি শিশুর মধ্যে আশা জাগিয়েছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, লোহার পেশী ও ইস্পাতের স্নায়ু শিশুদের মধ্যে থাকে, তরুণরা সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারবে। তাঁর দেওয়া বানী তরুণ সমাজকে আলোর পথ দেখায়। স্বামী বিবেকানন্দের একটি মূল শিক্ষা হল, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও পাশ্চাত্য বস্তুগত অগ্রগতির সাথে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটানো। এককথায় স্বামী বিবেকানন্দ মানেই আধ্যাত্মিক এবং আধুনিক ভারতের সম্যক জ্ঞানার্জন করা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

সমাজ মাধ্যমে ভারতবিরোধী পোস্টের অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা ও আউশগ্রাম: গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের সমর্থনে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ। বুধবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সারুফ শেখ। তার বাড়ি গুসকরা পুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার পর থেকে সমাজ মাধ্যমে জোরদার নজরদারি শুরু হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ধৃত যুবকের

পোস্ট ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, সমাজমাধ্যমে ‘মাই জান পাকিস্তান’ লিখে পোস্ট করে ওই যুবক। আর এমন পোস্ট ঘিরে এলাকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। তারপর এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন ভোররাতে আউশগ্রামের পঞ্চগঙ্গা এলাকা থেকে ধৃতকে ধরে পুলিশ। তার কাছে উদ্ধার হয়েছে দুটি মোবাইল ফোন। পুলিশের দাবি, এই ফোন দু’টি থেকেই ধৃত যুবক এমন দেশদ্রোহিতার পোস্ট করে। ফোন দু’টিকে সিজ করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের অবহে সোশ্যাল মাধ্যমে বিতর্কিত পোস্ট শেয়ার করে গ্রেপ্তার ১ ব্যক্তি। তার নাম নূর মহম্মদ শেখ ওরফে বাবু। ধৃতের বাড়ি কালনা ২ নম্বর ব্লকের আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের আনুখাল উত্তর পশ্চিম পাড়ায়। কালনা থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে ১৫২/১৯৬/১৯৭/ ৩৫২/৩৫৩ বিএনএস ধারায় মামলা দায়ের করে বুধবার কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগকারীর বয়ান অনুযায়ী পোস্টে দেখা গিয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে গলায় বেল্ট পরিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক, নক্কারজনক। এতে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা হতে পারে বলে অভিযোগকারীর আশঙ্কা।

জাল আধার কার্ড তৈরি চক্রের তিন পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল রানিনগর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিনগর: একইদিনে অভিযান চালিয়ে জোড়া, সাফল্য পেল রানিনগর থানার পুলিশ। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে জাল আধার কার্ড তৈরি চক্রের তিন পান্ডাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম আবু সুফিয়ান, রফিকুল ইসলাম ও জামালুদ্দিন শেখ। তিনজনের বাড়িই রানিনগর থানা এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে দুটি প্রিন্টার মেশিন, একটি ল্যাপটপ, একটি ফিংগার প্রিন্ট মেশিন, একটি ক্যামেরা সহ প্রচুর জাল আধার কার্ড উদ্ধার করেছে। ডোমকল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভম বাজাজ বলেন, জাল আধার কার্ড তৈরি করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সচিত্র পরিচয় পত্র তৈরি করত এই চক্র। ধৃতদের আদালতে হাজির করে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এদিন অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম শাহ আলম শেখ। বাড়ি রানিনগর থানার রাজাপুর। ধৃতের কাছ থেকে একটি ৭ এমএম পিস্তল ও দু’রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার কদমতলা গ্রামের একটি বাড়িতে কয়েকজন যুবক জাল আধার কার্ড তৈরির অবৈধ

কার্যকলাপে সঙ্গে জড়িত ছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে রানিনগর থানার পুলিশ কদমতলার জামালউদ্দিন শেখের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে পৌঁছনোর পর, তিনজনকে জাল আধার কার্ড তৈরিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে দেখা যায়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় যে অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে এই কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। তারা জাল আধার কার্ড তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যক্তিদের কাছ থেকে বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করছিল, যা বিভিন্ন বেআইনি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সচিত্র ভুয়ো পরিচয় পত্র তৈরি করত। ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে ২টি প্রিন্টার মেশিন, ১টি ল্যাপটপ, ১টি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার, ১টি রেটিনা স্ক্যানিং মেশিন এবং ১টি ক্যামেরা উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়। পরে তাদের জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের তরফ থেকে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

অন্যদিকে মঙ্গলবার গভীর রাতে শেখপাড়া বাজারে এক যুবককে ইতস্তত ঘুরতে দেখে পুলিশের সন্দেহ। আটক করে তল্লাশি চালিয়ে একটি ইমপ্রোভাইস পিস্তল ও দু’রাউন্ড কার্তুজ মেলে। পুলিশের দাবি ধৃত শাহ আলম শেখ অস্ত্র কারবারের সঙ্গে জড়িত। অস্ত্র হাতবদলের জন্যই ঘোরাঘুরি করছিল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশ বিরোধী পোস্ট, ধৃত যুবককে ১৪ দিনের জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া যুবকের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেন নবদ্বীপ আদালত। বুধবার দুপুরে নবদ্বীপ ব্লকের স্বরুপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশগঞ্জ এলাকার এক যুবক এনাজ ওরফে ইনাজ আলি শেখকে গ্রেপ্তার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। এরপর ওই যুবকের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, সম্প্রতি বাংলাদেশের এক ব্যক্তির ভারত বিরোধী পোস্টকে নিজের প্রোফাইল থেকে সমাজ মাধ্যমে সেই পোস্ট শেয়ার করার অভিযোগ ওঠে মহেশগঞ্জের বাসিন্দা ধৃত যুবক এনাজ ওরফে ইনাজ আলি শেখের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলের শুরু হয়ে যায় গুঞ্জন। এরপরই শুরু হয়ে যায় পুলিশি তৎপরতা। ওই যুবকের খোঁজে মহেশগঞ্জ সহ বেশ কিছু এলাকায় শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। অবশেষে বুধবার দুপুরে ভারত বিরোধী পোস্ট শেয়ার করা অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ভারত বিরোধী পোস্ট, উত্তেজনা বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দেশবিরোধী পোস্টে উত্তপ্ত হয়েছিল বারাসাত। সকালে চাঁপাডালি মোড় ও পরবর্তীতে রাতে বারাসাত আরিফ বাড়ি এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় চরমে। রণক্ষেত্র পরিস্থিতি হয়ে ওঠে বারাসাত, পুলিশের সঙ্গে চলে বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে পাল্টা ইট বৃষ্টি করে বিক্ষুব্ধ জনতা। গোটা ঘটনায় মোট ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বারাসাত থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে বারাসাতের দুটি ঘটনায় দেশবিরোধী পোস্টের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে বিক্ষোভকারী ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বারাসাত আদালতের বিচারক ভারত বিরোধী পোস্ট করায় তিন অভিযুক্তকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে ১৭ জন বিক্ষোভকারীদের জামিনে মুক্তি দেন বিচারক। এদিন ভারত বিরোধী পোস্টের জন্য তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেনি।

ভারতীয় সংগীত কলাকেন্দ্রের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: ভারতীয় সংগীত কলাকেন্দ্রের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। বুধবার ইন্দাসের হলদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অন্তত ৬৫ জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সংগীত কলাকেন্দ্র এই এলাকায় যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের সংগীত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এখানকার বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রী সংগীত জগতে প্রতিষ্ঠা লাভও করেছেন বলে তাঁরা জানান।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে এক অনন্য উদ্যোগ নিল ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের স্থায়ী শিক্ষা সমিতি। ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের স্থায়ী শিক্ষা সমিতির আয়োজনে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত ‘দুধকুন্ডি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস’ এর শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

যেখানে মাধ্যমিকে আবাসিকদের মধ্যে ১০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জনই উত্তীর্ণ হয়েছে। অনুষ্ঠানে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ফুলের তোড়া ও শিক্ষা সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডী, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু সহ অন্যান্যরা। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডী ও জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি প্রত্যেকের আগামী দিনের পথ চলার সাফল্য কামনা করেন।

প্রোমোটারের বিরুদ্ধে গাছ কাটার অভিযোগে পোস্টার স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলায় প্রোমোটারের বিরুদ্ধে একের পর এক গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠল এবং এর সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা গাছ কাটার বিরুদ্ধে এলাকায় পোস্টার মেরে প্রতিবাদ জানালেন । জানা গেল পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে পদ্মপুকুর পাড়ে একটি পুরনো বাড়ি সহ জমি প্রোমোটার অধিগ্রহণ করে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়েছে তার পাশের জমিতে বেশ কিছু গাছ ছিল আমগাছ বেল গাছ নারকেল গাছ সেই গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে এখনো বেশ কিছু গাছ আছে সেগুলিও কেটে ফেলা হবে। প্রশাসনের ও পুরপ্রশাসনের অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এর আগেও মাখলায় প্রোমোটার আরেকটি প্রকল্প করতে গিয়ে গাছ কেটেছিল তখন পুরসভাকে জানিয়ে ও কোনও লাভ হয়নি এইভাবে চলতে থাকলে পরিবেশ ভারসাম্য হারাবে। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, ‘আমরা খবরটা শুনেছি, প্রোমোটারকে চিঠি দেওয়া হবে।’ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এলাকার মানুষ এই গাছ কাটার ফলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাদের আরও বক্তব্য অবিলম্বে পুরসভা ও প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত অভিযোগের অপেক্ষা না করে। এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রোমোটার বাপি দের বক্তব্য, অভিযোগটি ঠিক নয়, তিনি বন দপ্তরের অফিসে গিয়ে অনুমতির ব্যবস্থা করছেন।

শ্বশুরবাড়িতে আত্মঘাতী জামাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: শ্বশুরবাড়িতে গায়ে আগুন গিয়ে আত্মঘাতী হলেন জামাই। অগ্নিদগ্ধ হয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর মামাশ্বশুরও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় আউশগ্রামের লক্ষ্মীগঞ্জে। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রাজা সেন (৩২)। তাঁর বাড়ি ভাতারের ন’পাড়ায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ছয়েক আগে লক্ষ্মীগঞ্জে বিয়ে হয় রাজার। বিয়ের বছর খানেক পর থেকেই বিভিন্ন কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। তারপর প্রায় মাস ছয়েক আগে বছর দুয়েকের ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন রাজার স্ত্রী। তখন থেকে সে লক্ষ্মীগঞ্জেই রয়েছে। এমতাবস্থায় এদিন শ্বশুরবাড়িতে আসেন রাজা। তারপর তার স্ত্রীর খোঁজ করেন। কিন্তু স্ত্রী ও ছেলের দেখা না মেলায় শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রাজা। তিনি নিজের গায়ে পেট্রোল তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে নেন। তারপর শ্বশুরবাড়িতে থাকা তাঁর মামা শ্বশুরকে তিনি পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেন। তাতে মামাশ্বশুর অগ্নিদগ্ধ হন। পাশাপাশি শাশুড়িকেও জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেন রাজা। এরপর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রাজা ও তাঁর মামাশ্বশুর সুভাষ বিশ্বাসকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের শারিরীক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদেরকে সেখান থেকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালে মৃত্যু হয় রাজা সেনের। পুলিশ জানিয়েছে, এনিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

শ্যামপুরে জমজমাট জেলার একমাত্র তাল শাঁসের মেলা

মনোজ চক্রবর্তী

শ্যামপুর: তাল কোয়া বা তাল শাঁস। বিশুদ্ধ মিনারেল আর বেশ কিছুটা কার্বহাইড্রেট সমৃদ্ধ গ্রাম্য একটি ফল। বাংলার পরিচিত তাল গাছের কাঁচা কোয়া। কোয়াগুলি বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ তালের আঁটিতে পরিণত হয়। কিন্তু আষাঢ় মাসে তাল পাকার আগেই তালের কোয়াকে সম্বল করে জমজমাট একটি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে হাওড়ার শ্যামপুর থানার শ্রীকোল গ্রামে। জানা গিয়েছে, আড়াইশো বছরের ও বেশি সময় ধরে এই গ্রামের বনমালী কাটা

শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামপুর সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর তাল শাঁস ব্যবসায়ীরা আসেন মেলায়। তাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ‘তালগাছ থেকে কাঁচা তাল কেটে এনে তা থেকে কোয়া ছাড়িয়ে এই মেলায় বিক্রি করেন প্রচুর ব্যবসায়ী। উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুর সহ হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়া ও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ কাটা শিবের কাছে আসেন। ভক্তি ভরে সারারাত নীল উৎসবে সামিল হয়। কিন্তু কেন কাটা শিব? স্থানীয় বাসিন্দা তথা সেবাইত তপন চক্রবর্তী জানান, ‘শোনা যায় এই মন্দিরে শিবের উপরে আঘাত হেনেছিল কালাপাহাড়। সম্ভবত তিনি এই শিব লিঙ্গ ভাঙতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে সেই টুকরো শিবের মাথা থেকে তুলতে পারেননি। রয়ে যায়। সেই ভাঙা শিবলিঙ্গই পূজিত হয়ে আসছে।’ মেলা কমিটির সম্পাদক অনুপম রায় জানিয়েছেন, মেলা চলবে আগামী চারদিন। তালশাঁস বা তালকোয়ার মেলা বলে পরিচিত এই মেলা রীতিমতো প্রথম দিনেই জমজমাট।

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			সমাপ্ত বর্ষ	
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	
	৩১.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২০,৯৮৪.৮৮	২০,৭৮২.৬৪	১৮,৪৬৬.৭৭	৭৮,৯৬৫.৬৪	৭৪,৬১৮.০৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৬৭১.৯৪	৬৭০.৫৪	৬৮৫.৫৮	২,০৫৯.৪৮	১,৪৯০.৯৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	৫০৩.৩৪	৫০০.৯৩	৫০৫.৯০	১,৫৩৮.৮২	১,১২৩.৭১
মোট ব্যাপক আয় [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং করের পরে অন্যান্য ব্যাপক আয়]	৫০২.৫৩	৫৩৬.২৩	৫১৯.৭৩	১,৫৮১.৮২	১,১৫৪.৮৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৯৪.৬৯	৭৪২.৬৯	৭৪২.৬৯	৭৯৪.৬৯	৭৪২.৬৯
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
(ক) মৌলিক	০.৬৮	০.৬৭	০.৭৫	২.০৭	১.৬৭
(খ) মিশ্রিত	০.৬৮	০.৬৭	০.৭৫	২.০৭	১.৬৭
স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা :					
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২০,৯৮২.১৮	২০,৭৭৯.৯৫	১৮,৪৩৯.৩১	৭৮,৯৫৪.৮৬	৭৪,৫৭৯.৭৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৬৭৮.৩১	৬৭৭.১১	৭০৪.৭০	২,০৮৪.৯৯	১,৫৩০.৯৭
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	৫০৯.৭১	৫০৭.৫০	৫২৫.০২	১,৫৬৪.৩৩	১,১৬৩.৭৫

দ্রষ্টব্য-
(ক) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১৪ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পূরক, মানাকসিয়া ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং জেপিএ স্ন্যাকস্ প্রাঃ লিঃ-এর অন্তর্গত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল।
(গ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com -তেও পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ মে, ২০২৫

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সুশীল কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00091793

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@mcmil.in । ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

AGI GREENPAC
SOMANY IMPRESA GROUP

Q4 FY25 Key Financial Highlights

PAT 50%YoY 97 Cr.
EBITDA 23%YoY 191 Cr.
REVENUE 13%YoY 705 Cr.

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2025

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Consolidated: 3 months ended 31 March 2025	Consolidated: Year ended 31 March 2025	Standalone: 3 months ended 31 March 2025	Standalone: Corresponding 3 months ended 31 March 2024	Standalone: Year ended 31 March 2025	Standalone: Year ended 31 March 2024
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations	742.06	2603.61	742.06	632.71	2603.61	2445.04
2	Net profit from ordinary activities before tax	126.06	426.82	126.06	89.24	426.84	339.93
3	Net profit from ordinary activities after tax	96.61	322.42	96.61	64.58	322.44	251.33
4	Net profit for the period after tax (after exceptional/extraordinary items)	96.61	322.42	96.61	64.58	322.44	251.33
5	Other comprehensive income/(expenditure) (net of tax)	(0.20)	(0.48)	(0.20)	(10.90)	(0.48)	(10.95)
6	Total comprehensive income	96.41	321.94	96.41	53.68	321.96	240.38
7	Equity share capital	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94
8	Other equity (excluding revaluation reserve)	-	1835.71	-	-	1835.73	1552.59
9	Earning per share (before extraordinary items) (of ₹ 2/- each) (not annualized)						
	(a) Basic (₹)	14.93	49.83	14.93	9.98	49.83	38.85
	(b) Diluted (₹)	14.93	49.83	14.93	9.98	49.83	38.85

Notes:
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the same and its release at their respective meetings held on 14 May 2025.
(2) The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of audited financial results for the quarter and period ended 31 March 2025 are available on websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.agigreenpac.com".

Place : Gurugram
Date : 14 May 2025

Sandip Somany
Chairman and Managing Director

Our Brands: AGI glaspac, AGI PLASTEK, AGI CLOZURES

AGI GREENPAC LIMITED
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel: 033-22487407/5668
Website: www.agigreenpac.com | Email: agiinvestors@agigreenpac.com | CIN : L51433WB1960PLC024539

মালদার সীমান্ত এলাকায় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম চালুর আবেদন উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার সেনসেটিভ সীমান্ত এলাকায় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম চালুর আবেদন উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুর। পাকিস্তান সীমান্তে যেভাবে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম লাগানো রয়েছে একই কায়দায় বাংলাদেশ সীমান্তে যাতে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম লাগানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবি জানাতে চলেছে মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরাক্রম ও বিজয়। তাদের শ্রদ্ধা ও সংবর্ধনা জানাতে পুরাতন মালদার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত মুচিয়া বর্ডার আউট পোস্টে যান সাংসদ। সেখানে বিএসএফ জওয়ানদের বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য তাদেরকে সংবর্ধনা দেন।

উল্লেখ্য, মালদা জেলায় প্রায় ১৭১ কিলোমিটার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে ১৮ কিলোমিটার এলাকা কাঁটাতারহীন। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে জল সীমান্ত। কাঁটাতারহীন এলাকা ও জল সীমান্তে বিশেষ নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের বেড়ে উঠেছে জেএমবি ও আনসারুল্লা বাংলার মতো জঙ্গি সংগঠন। বর্তমান ইউনূস সরকারের আমলে তাদের ব্যাপক বাড় বাড়ন্ত। দেশের পশ্চিম উত্তর সীমান্তে পর্যদুস্ত হয়ে পূর্ব সীমান্ত বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে এদেশ দিয়ে নাশকতা চালাতে পারে আইএসআই। এমনকী হামাসের কায়দায় ড্রোন ব্যবহার করতে পারে। আর সেই কারণেই সাংসদ খগেন মুর্মুর দাবি, বাংলাদেশ সীমান্ত যাতে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম লাগানো হয়। সাংসদের সঙ্গে ছিলেন পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, মালদা জেলার প্রায় ১৮ কিলোমিটার কাঁটাতারহীন এলাকা রয়েছে। যে সমস্ত সেন্সেটিভ এলাকাগুলো রয়েছে সেখানে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম চালু হয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন জানাবো যে আমাদের মালদা হল একটি সেন্সিটিভ এলাকা। এখানেও যদি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম লাগানো যায় তার আবেদন করব। কাশ্মীরে যেমন করা হয়েছে। পাশেই বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে তারা অতি সহজে এখানে আক্রমণ করতে পারে। সেটাও প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

দুই গোষ্ঠীর হাতাহাতি, ইট বৃষ্টি, বাইক ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বুধবার ফের শ্যামলা গ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি, চলল লাঠি, ইটবৃষ্টি, ভাঙচুর করা হল বেশ কয়েকটি বাইক। ঘটনাস্থলে পাণ্ডবেশ্বর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই শ্যামলা অঞ্চলের খোট্টাডিহি গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা হয়। তার জেরে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে দেখা যায় আদিবাসী গোষ্ঠীর একাংশের। বুধবার সেই ঝামেলার মীমাংসা করার জন্য বৈঠক ডাকা হয় আর সেই সময় আবার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই লাঠি তীর ধনুক সহ ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায় লাঠি সোটা হাতে শুরু হয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট, চলে এলোপাথারি ইট বৃষ্টিও। ভাঙচুর করা হয় একাধিক বাইক। আদিবাসী সম্প্রদায়ের একাংশ জানায় যে আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের একতা ভাঙার চেষ্টা করছে এলাকার এক বালি ব্যবসায়ী। কারণ আদিবাসী সম্প্রদায় যদি এক থাকে তাহলে তার যে অবৈধ বালিকারবার তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অন্যদিকে এই ঘটনায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্য এক গোষ্ঠীর প্রদিম হাঁসদা নামে**আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক যুবক জানায় এই ঘটনায় কোনও এলাকার কোনও বালিকারবারির হাত নেই কেননা এটা দুই আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঘটনা। তিনি জানান, তাদের কাছে আজও একটা প্রশ্ন রয়ে গেল কেন আদিবাসী সমাজের ওপর একটা গোষ্ঠী তাদের অযথা এসে মারধর করল?

অপরদিকে এই প্রসঙ্গে জামুড়িয়া ব্লক টুর ব্লক সভাপতি সিদ্ধার্থ রানার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এটা আদিবাসীদের ঝামেলা, আদিবাসীদের ছোটখাটো ঝামেলার ক্ষেত্রে তাদের মোড়লরাই সবকিছুর মীমাংসা করেন এই বিষয়টা তিনি দেখবেন।

Bank of India BOI — **বর্ধমান জোনাল অফিস**
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.০৩.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী সুনীল পাল** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৯,৪০,২৭৬ টাকা (নয় লাখ চল্লিশ হাজার দুশো ছিয়াত্তর টাকা)** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **১৩ মে ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ **৯,৪০,২৭৬ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি **দলিল নং ১-৮৫০০/২০১৯,** মৌজা : সাতনা, জেএল নং ২০, সিএস খতিয়ান নং ৭৭১, আরএস খতিয়ান নং ১২৫৩, সিএস প্লট নং ৩৩৩৩ এবং ৩৩৩১, আরএস প্লট নং ২৪৪৫স এলআর খতিয়ান নং ৮১, এলআর প্লট নং ২৪১০, পরিমাণ এক কাঠা দুই ছটাক এবং তদস্থিত টালির শেড রুম - ১০০ বর্গফুট, **সম্পত্তি সুনীল পাল এর নামে।**
চৌহদ্দি : উত্তরে : রুবি মিত্রর ভবন, দক্ষিণে : অনিল পালের ভবন, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ- ১৩.০৫.২০২৫
স্থান- জামুরিয়া
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশনের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ, তদন্তে রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বুধবার দুপুরে পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশনে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ পেতেই তদন্তে এল কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সহ রেলের পদস্থ কর্তারা। মূলত অমৃত ভারত প্রকল্পে পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশন সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। শুধু স্টেশনের আধুনিকীকরণ নয়, স্টেশন চত্বরের সৌন্দর্যায়নও সেই প্রকল্পের অন্তর্গত। কিন্তু সেই কাজে বারবার গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এনিয়ে গতমাসেই প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন স্টেশন পরামর্শ প্রদানকারী কমিটির সদস্যরা। তাঁরা আট দফা অভিযোগ জানিয়ে খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠি দেন। চিঠির প্রতিলিপি পাঠান উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ম্যানেজারের কাছেও। বুধবার সেই কাজের মান খতিয়ে দেখতে মালদা কোর্ট স্টেশনে আসেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ম্যানেজার সুরেন্দ্র কুমার। এদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুও।

মালদা ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অসংখ্য রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় নিয়ে এসেছে। তার মধ্যে রয়েছে মালদা কোর্ট স্টেশন রয়েছে। প্রকল্পের কাজ যাতে সঠিকভাবে হয় তার জন্য গঠিত হয়েছে পাঁচ সদস্যের স্টেশন কলসাল্টেটিভ কমিটি। এই কমিটিই সমস্ত কাজ দেখাশোনা করত।

সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের অভিযোগ, কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে। ব্যবহার করা হচ্ছে তিন নম্বর ইট। তার সঙ্গে জমাট বেঁধে যাওয়া সিমেন্ট যেভাবে ঢালাই হওয়ার কথা, সেটাও করা হচ্ছে না। তাই তাঁরা গোটা ঘটনা জানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে নির্মাণকাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আসেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। তিনি জানিয়েছেন, এই স্টেশনে অমৃত ভারতের কাজ নিয়ে অনেক অভিযোগ পেয়েছিলাম। তাই এদিন নিজে সবকিছু দেখতে এসেছিলাম। আমার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়াররাও এসেছেন। যদি কাজে কোনও গাফিলতির প্রমাণ পাওয়া যায় তবে আইনগত যা পদক্ষেপ নেওয়ার তা নেওয়া হবে। আমাদের তরফে মাঝেমধ্যেই কাজের মান খতিয়ে দেখা হবে।

SBI — **এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)**
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা-৭০০১০৩, ই-মেল - sbi.64202@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০৩.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মাজহারউদ্দিন আহমেদ পিতা মহিউদ্দিন আহমেদ** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৫৭,০৫,৫৮২.০০ টাকা (সাতান্ন লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশ বিরাশি টাকা) এবং ০৬.০৩.২০২৫ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৩ মে ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৫৭,০৫,৫৮২.০০ টাকা (সাতান্ন লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশ বিরাশি টাকা) এবং ০৬.০৩.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : মাজাহারুদ্দিন আহমেদ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় ৪র্থতল, পরিমাণ আনুমানিক ১২০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ বারান্দা এবং ২ টয়লেট এবং একটি ঢাকা গ্যারাজ পরিমাণ আনুমানিক **১২০ বর্গফুট** কমবেশি একতলায় উক্ত ভবনে, অবস্থিত মৌজা : বন্ডেল, জেএল নং ১৬, সিএস দাগ নং ১২, সিএস খতিয়ান নং ১৫৭, আরএস দাগ নং ২৯, আরএস খতিয়ান নং ৮২, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, প্লট নং পি-১/৪১,পূর্বতন সদর টালিগঞ্জ বর্তমানে কসবা, পূর্বতন টালিগঞ্জ পুরসভা বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, অ্যাসেসি নং ২১০৬৭১৪০০০৬৯, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩বি/১, নাটোর পার্ক, ২য় রোড, ওয়ার্ড নং ৬৭, থানা : কসবা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৩৯।
চৌহদ্দি : উত্তরে: ২০ ফুট চওড়া নাটোব পার্ক, ২য় রোড, **দক্ষিণে :** প্রেমি. নং ৩বি/২, নাটোর পার্ক ২য় রোড, **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া নাটোর পার্ক ২য় রোড, **পশ্চিমে :** প্রেমি.নং ৩বি/৪, নাটোর পার্ক ২য় রোড।

তারিখ - ১৩.০৫.২০২৫
স্থান - বারুইপুর
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা**
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ কুমার অরুণ প্রকাশ, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯১৩৬০৫২১০১

পরিশিষ্ট - IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১০.০৬.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত ১০.০৬.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **১০৭,১৫,৮৮,৩৩০.০০ টাকা (একশ সাত কোটি পনের লাখ অষ্টআশি হাজার তিনশ তিরিশ টাকা) টাকা এবং ০৫.০৫.২০১৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স রিফর্ম ফেরো কাস্ট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস নওপালা, বাগনান - ২, হাওড়া - ৭১১৩০৩ এবং জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী বসন্ত সাহা,** পিতা প্রয়াত কেশবজি সাহা, ২৬৪, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬ **(খ) শ্রী শক্তি অধিকারী** পিতা বিশ্বনাথ অধিকারী, ২৮/১, ডি রোড, বামনগাছি, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১১০৬ **(গ) শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষ,** ২৬৪, বিবেকানন্দ রোড, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৬ **(ঘ) শ্রী জিগনেশ শেঠিয়া** ৫, সুইং বিল্ডিং, মার্ভ রোড, মালাড (প), মুম্বই - ৪০০০৬৪ **(ঙ) ইউ কে সিমেন্ট প্রা. লি.** ৪৩, মতি সিল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ **(চ) মেসার্স সৈল্যান্ড ডেভলপার্স প্রা. লি.** ৪৩, মতিসিল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৩.০৬.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ক্রম	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১	জমি,ভবন, শেড এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : বামুনাড়া, জেএল নং ৫৮, এলআর দাগ নং ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৭, ১৮৮৫, ১৮৮৬, ১৮৯৭, ১৮৯৯ থেকে ১৯১১, ১৯১৩ থেকে ১৯১৫, ১৯১৭, ১৯১৮, ১৮২০ থেকে ১৯২২, ১৯২৪ থেকে ১৯৪৮, ১৯৫১, ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭, খতিয়ান নং ২৯৬৩, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, বামুনাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া অধীন, জেলা বর্ধমান, দুর্গাপুর , **সম্পত্তি মেসার্স ইউ কে সিমেন্ট প্রা লি এর নামে, দলিল নং ১-৫২২৬-২০১০ সালের এবং ১-৭২২৬ -২০০৯ সালের। জমির এরিয়া ৫.৭২ একর। চৌহদ্দি :** উত্তরে : দুটি পুকুর, দক্ষিণে : মেসার্স শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, পূর্বে : শ্রী ওয়ারিশ পিয়া স্টিল কোম্পানি এবং নবরাজ ইস্পাৎ প্রা লি, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া কমপ্লেক্স রোড।	৮,৪১,০০,০০০.০০ টাকা	৮৪,১০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
২	জমি অবস্থিত মৌজা : নওপালা, জেএল নং ২৫, বাগনান ২ পঞ্চায়েত সমিতি অধীন, গ্রাম এবং পো : নওপালা, থানা : বাগনান, জেলা : হাওড়া, **সম্পত্তি বসন্ত সাহার নামে, দলিল নং ১-২৯৬/২০০৬, প্লট এরিয়া : ৫৩৮.৬১ শতক।** **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির জমি, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ এবং প্লট- রিফর্ম ফেরো কাস্ট প্রা লি, পশ্চিমে : শিব ব্রিক ফিল্ড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জমি, পূর্বে : ইরিগেশন রোড (বাঁধ)।	৯,২১,০০,০০০.০০ টাকা	৯২,১০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে।

তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হাসপাতালে পড়ে নষ্ট হচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্স, পরিষেবা থেকে বঞ্চিত আরামবাগবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: চরম অবহেলায় পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্সগুলি। হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স থাকা সত্ত্বেও বিকল হওয়ায় অসুস্থ মানুষ ও তার পরিবার ভোগান্তির শিকার। অসুস্থ হলে টোটো-অটোই ভরসা। সঠিক পরিষেবা না পেয়ে ক্ষোভে ফুটছে এলাকার মানুষ। এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে আরামবাগের দক্ষিণ নারায়ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। এই ব্লকের আরান্ডী দুই নম্বর অঞ্চলের নারায়ণপুর এলাকা

মূলত গরিব মানুষের বসবাস। রাত বিরেতে বা দিনেরবেলা, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানকার মানুষের ভরসা অ্যাম্বুল্যান্স। পকেটের টাকা খরচ করে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে হাসপাতালে যাবেন তেমন সামর্থ্য এখানকার বেশিরভাগ মানুষেরই নেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দুটি অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমে জীবন সাথী পরিষেবা চালু করে। কিন্তু কিছু মাস চলার পরেই মুখ থুবড়ে পড়ে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। এরপর হাসপাতাল চত্বরে অ্যাম্বুল্যান্স দুটি পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যায়। সমস্যায় পড়েন এলাকার মানুষ। তাই অ্যাম্বুল্যান্সের কোনও পরিষেবা পাচ্ছে না দক্ষিণ নারায়ণপুরের বাসিন্দারা। পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্সগুলো। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দক্ষিণ নারায়ণপুর হাসপাতালে দুটি অ্যাম্বুল্যান্স পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ করে ওই হাসপাতাল থেকে রেফার করতে হলেই চিন্তায় অস্থির এলাকার মানুষ। কষ্ট করে গভীর রাতে টোটো করে রোগীকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করতে হয়। নাজেহাল অবস্থা হয় তাদের। অথচ এই হাসপাতালে দশ জন ডাক্তার আছে এবং নার্স আছে তেরো জন। ছোট পরিকাঠামোর মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিলেও রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হলে অ্যাম্বুল্যান্স চালু না থাকায় সমস্যায় পড়েন চিকিৎসকরাও। এই বিষয় আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আমার কাছে অনুরোধ করেছেন, তবে একজন বিধায়কের উপর বহু চাপ থাকে। তবে বিষয়টা দেখছি। অপরদিকে ওই হাসপাতালের বিএমওএইচ অনুপম বিশ্বাস বলেন, আগে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু ছিল। বর্তমানে দুটি অ্যাম্বুল্যান্সই বিকল। স্বাস্থ্য দপ্তরে জানানো হয়েছে। ছোট পরিকাঠামোর মধ্য দিয়েও আমরা চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছি। যদিও স্থানীয়দের দাবি অবিলম্বে ওই হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করতে হবে।

ভাগীরথীতে ফের পূর্ণবয়স্ক কুমিরের দেখা, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বুধবার নবদ্বীপ পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের রানি রাসমণি স্মৃতি বিজড়িত রানিরঘাট সুরধনীর তীরে সাত সকালে পূর্ণবয়স্ক একটি কুমিরের দেখা মেলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে নবদ্বীপের অন্যতম স্নানের

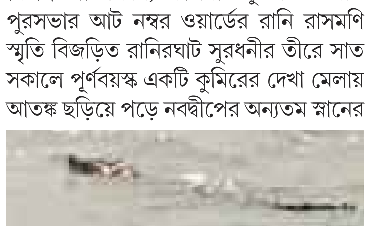

ঘাট রানীর ঘাটে। সেখানে স্নান করতে আসা বৃদ্ধ বৃদ্ধা সহ বিভিন্ন বয়সী মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে অন্যান্য দিনের মতোই নবদ্বীপের অন্যতম রানির ঘাটে স্নান করছিলেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সহ বহু মানুষ। হঠাৎই সকাল প্রায় ১০ টা নাগাদ স্থানীয় পদ্মা সাহা নামের এক মহিলার নজরে আসে ভাগীরথীর জলে ভাসছে একটি পূর্ণবয়স্ক কুমির। সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলা ঘাটে স্নান করতে থাকা মানুষদের সতর্ক করে চিৎকার করে ওঠেন। কুমির দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্নান করতে থাকা মানুষজন। সঙ্গে সঙ্গে স্নান বন্ধ করে ঘাটের সিঁড়ির ওপরে চলে আসেন স্নান করতে থাকা মানুষজন।

উল্লেখ্য, প্রায় ছ' মাস আগে নবদ্বীপ শহরের উত্তরাঞ্চল প্রাচীন মায়াপুর এলাকায় ভাগীরথী নদে শেষ দেখা মিলেছিল প্রায় ১২ ফুট দৈর্ঘ্যের পূর্ণবয়স্ক কুমিরের। ছ' মাস যেতে না যেতেই ফের ভাগীরথীর বুকে কুমিরের দেখা মেলায় আতঙ্কিত স্থানীয়দের পাশাপাশি তীর্থভূমিতে স্নান করতে আসা বহু পুণ্যার্থী। অন্যদিকে কুমিরের বিষয়টি জানিয়ে বন দপ্তরকে খবর পাঠানো হয়। তবে আপাতত ওই এলাকায় কেউ জলে না নেমেই স্নান সারছেন।

হেলমেট পরার বার্তা, বর্ধমান-দিঘা সাইকেলে বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাস্তায় বাড়ছে বাইকের ভিড়, বাড়ছে দুর্ঘটনাও। হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝাতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন বর্ধমানের বাজে প্রতাপপুরের যুবক বিপ্লব দাস। রাজ্য সরকার ও জেলা

পুলিশের বারবার সচেতন করা সত্ত্বেও হেলমেট ব্যবহারে উদাসীন যুব সমাজকে সচেতন করতে তিনি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বর্ধমান থেকে দিঘার পথে। প্রায় ৪০০ কিলোমিটারের এই দীর্ঘ পথ তিনি অতিক্রম করবেন শুধু একটি বার্তা পৌঁছে দিতে , 'যদি চাও বাঁচতে, গাড়ি চালাও আস্তে, তবে সবসময় হেলমেট পরে বাইক চালাও।'

এদিন সকালে বর্ধমানের কার্জন গেট থেকে বিপ্লব এই কঠিন যাত্রা শুরু করেন। তীব্র গরম উপেক্ষা করে সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরত ছোট ভাইকেও সঙ্গে নিয়েছেন তিনি। সেহারা বাজার এলাকায় পৌঁছালে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার মুখোমুখি হন বিপ্লব। তিনি জানান, যুব সমাজকে হেলমেট ব্যবহারে উৎসাহিত করাই তার এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। বাইক চালানোর সময় হেলমেটের প্রয়োজনীয়তা এবং সচেতন ভাবে গাড়ি চালানোর গুরুত্ব তিনি সকলের কাছে তুলে ধরতে চান।

বিপ্লবের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ইতিমধ্যেই স্থানীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাঁর বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আশা করা যায়, এই যুবকের প্রচেষ্টা হেলমেট ব্যবহারে অনীহা দেখানো চালকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, বিশাখাপত্তনম
ডোর নং - ২৬-১৫-১৫০, অন্ধ্র ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, চাঙ্গালরাওপেটা, বিশাখাপত্তনম - ৫৩০০০১, এ.পি.
ফোন : ০৮৯১-২৫৩৭৭৯২/৮২, মোবাইল : ৯৩২৪৫১৭২৯১ ইমেল : ubin0817295@unionbankofindia.bank

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে
বিক্রয় নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ) ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য

প্রতি :
১) মেসার্স ডেকান ইস্পাৎ লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), রেজি. অফিস ২১, সরকার বাই লেন, সোনী হাউস, কলকাতা : ৭০০০০৭।
২) মেসার্স ডেকান ইস্পাৎ লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), স্থানীয় অফিস ৪র্থ তল, সত্য সূর্য কমপ্লেক্স, দ্বারকানগর, বিশাখাপত্তনম।
সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : ৩) শ্রী অরিকিরেভুলা নারায়ণ মূর্তি, ডোর নং ৪-৪৬-১/২, মেন রোড, পেডা ওয়ালটেয়ার কলোনি, বিশাখাপত্তনম, **৪) শ্রী অশোক কুমার যোশী,** ৭৩, ডি ব্লক, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, **৫) শ্রী সঞ্জয় দাস,** ১৩৯/২, প্রতিভা স্কুল, সব্বাবরম, বিশাখাপত্তনম, **৬) শ্রী কপিল শেঠি,** এ, ৩৯৩, সারিথা বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৪৪ **৭) মেসার্স ট্রু উডস প্রা. লিমিটেড কোম্পানি,** ডি.নং.৯-১৯-৫৬/৩, ৩য় তল, সিবিএম কম্পাউন্ড, ভিআইপি রোড, বিশাখাপত্তনম **৮) মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রা. লি. কোং,** অশোকাপল্লী ভিলেজ, সব্বাবরম মন্ডল, বিশাখাপত্তনম, **৯) প্রয়াত শ্রী চিরঞ্জীব লাল আগরওয়াল-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ : শ্রীমতী সুশীলা দেবী আগরওয়াল, স্বামী প্রয়াত শ্রী চিরঞ্জীব লাল আগরওয়াল,** ডোর নং ৪-৬৯-২৭, লাউসনস বে কলোনি, বিশাখাপত্তনম-৫৩০০১৭, **১০) প্রয়াত শ্রী চিরঞ্জীব লাল আগরওয়াল-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ : শ্রী রাজীব আগরওয়াল, পিতা প্রয়াত শ্রী চিরঞ্জীব লাল আগরওয়াল,** ডোর নং ৪-৬৯-২৭, লাউসনস বে কলোনি, বিশাখাপত্তনম-৫৩০০১৭ **১১) প্রয়াত শ্রী চিরঞ্জীব লাল আগরওয়াল-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ : শ্রী সঞ্জীব আগরওয়াল, পিতা প্রয়াত শ্রী চিরঞ্জীব লাল আগরওয়াল,** ডোর নং ৪-৬৯-২৭, লাউসনস বে কলোনি, বিশাখাপত্তনম-৫৩০০১৭।
প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড- এর সম্পত্তি বিক্রয় (সম্পত্তির শিডিউল অধীনে নিম্নে বিস্তারিত উল্লিখিত)
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতা, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে ধারা ১৩(২) অধীনে ০৩.১০.২০১৭ তারিখে দাবি নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬/৮ এবং উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে **১৬.০৭.২০১৮ তারিখের** দখল নোটিশে উল্লিখিত মতে স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব দখল নিয়েছেন।
জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল নেওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের নিকট আপনারা আদায় দেননি। ফলে অনলাইন মারফত নোটিশ গ্রহণের তারিখ থেকে **৩০ দিনের** মধ্যে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সাধারণ নিলাম মাধ্যমে বিক্রি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রি, সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য, ই-নিলাম প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার বিস্তারিত ইত্যাদি আপনাদের পৃথকভাবে জ্ঞাত করা হবে।
সুতরাং আপনারা ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় সহ বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখের পূর্বে প্রদান করেন তবে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রির জন্য পরবর্তীতে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে আপনাদের সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারবেন।

সম্পত্তির তপশিল
সম্পত্তি নং ১ : বাণিজ্যিক অফিস বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪২ বর্গফুট অবস্থিত চারতলায় (অর্থাৎ স্তর-৫) সকলের ব্যবহারের এরিয়া সহ সত্য সূর্য্য কমপ্লেক্সে নির্মিত মোট ২৯৫৩.৮৮ বর্গ গজ (সমপরিমাণ ২৪৬৯.৮২ বর্গ মিটার), যৌথ প্লট নং ২৬৪এ, পরিমাণ ১৪৪৯ ৪/৯ বর্গ গজ বা ১২৪৯.৫৫ বর্গ মিটার এবং প্লট নং ২৬৯ এ, পরিমাণ ১৪৫৯ ৪/৯ বর্গ গজ বা ১২২০.২৮ বর্গ মিটার, প্রকল্প বিশাখাপত্তনম হাউস বিল্ডিং সোসাইটি, টিএস নং ৬৫৩ থেকে ৬৮৩, ডোর নং ৪৮-৯-১৯, আলিপুরম ওয়ার্ড স্থিত, দ্বারকানগর এরিয়া, সাব রেজিস্ট্রেশন জেলা দ্বারকানগর এবং বিশাখাপত্তনম পুরসভা অধীন মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে। **সাইটের চৌহদ্দি : পূর্বে :** প্লট নং ২৬৫এ এবং ২৬৮এ, **পশ্চিমে :** পুরসভা সড়ক, **দক্ষিণে :** ভিআইপি রোড, **উত্তরে :** ৪০ ফুট চওড়া রোড। **বাণিজ্যিক অফিস স্পেসের চৌহদ্দি : পূর্বে :** ভেন্ডারের সম্পত্তি এবং করিডর, **দক্ষিণে :** সেট ব্যাক, **পশ্চিমে :** মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রাইভেট লিমিটেডের সম্পত্তি, **উত্তরে :** মেসার্স ডেকান ভিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
(সম্পত্তি মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী। বিক্রয় দলিল নং ২২৭৩-২০০০ সালের)
সম্পত্তি নং ২ : বাণিজ্যিক অফিস বিল্ড আপ এরিয়া ৯৯৫ বর্গ ফুট, অবস্থিত চারতলায় (অর্থাৎ স্তর-৫) সকলের ব্যবহারের এরিয়া সহ ভবনে সত্য সূর্য্য কমপ্লেক্স নির্মিত সাইট মোট এরিয়া ২৯৫৩.৮৮ বর্গ গজ (সমপরিমাণ ২৪৬৯.৮২ বর্গ মিটার), যৌথ প্লট নং ২৬৪এ, পরিমাণ ১৪৪৯ ৪/৯ বর্গ গজ বা ১২৪৯.৫৫ বর্গ মিটার এবং প্লট নং ২৬৯ এ , পরিমাণ ১৪৫৯ ৪/৯ বর্গ গজ বা ১২২০.২৮ বর্গ মিটার, প্রকল্প বিশাখাপত্তনম হাউস বিল্ডিং সোসাইটি, টিএস নং ৬৫৩ থেকে ৬৮৩, ডোর নং ৪৮-৯-১৯, আলিপুরম ওয়ার্ড স্থিত, দ্বারকানগর এরিয়া, সাব রেজিস্ট্রেশন জেলা দ্বারকানগর এবং বিশাখাপত্তনম পুরসভা অধীন মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে। **সাইটের চৌহদ্দি : পূর্বে :** প্লট নং ২৬৫এ এবং ২৬৮এ, **পশ্চিমে :** পুরসভা সড়ক, **দক্ষিণে :** ভিআইপি রোড, **উত্তরে :** ৪০ ফুট চওড়া রোড। **বাণিজ্যিক অফিস স্পেসের চৌহদ্দি : পূর্বে :** ভেন্ডারের সম্পত্তি এবং করিডর, **দক্ষিণে :** সেট ব্যাক, **পশ্চিমে :** সেট ব্যাক, **উত্তরে :** ভেন্ডারের সম্পত্তি।
(সম্পত্তি মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী। বিক্রয় দলিল নং ২২৭২-২০০০ সালের)
সম্পত্তি নং ৩ : বাণিজ্যিক অফিস বিল্ড আপ এরিয়া ২৫৯ বর্গ ফুট, অবস্থিত চারতলায় (অর্থাৎ স্তর-৫) সকলের ব্যবহারের এরিয়া সহ ভবনে সত্য সূর্য্য কমপ্লেক্স নির্মিত সাইট মোট এরিয়া ২৯৫৩.৮৮ বর্গ গজ (সমপরিমাণ ২৪৬৯.৮২ বর্গ মিটার), যৌথ প্লট নং ২৬৪এ, পরিমাণ ১৪৪৯ ৪/৯ বর্গ গজ বা ১২৪৯.৫৫ বর্গ মিটার এবং প্লট নং ২৬৯ এ, পরিমাণ ১৪৫৯ ৪/৯ বর্গ গজ বা ১২২০.২৮ বর্গ মিটার, প্রকল্প বিশাখাপত্তনম হাউস বিল্ডিং সোসাইটি, টিএস নং ৬৫৩ থেকে ৬৮৩, ডোর নং ৪৮-৯-১৯, আলিপুরম ওয়ার্ড স্থিত, দ্বারকানগর এরিয়া, সাব রেজিস্ট্রেশন জেলা দ্বারকানগর এবং বিশাখাপত্তনম পুরসভা অধীন মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে। **সাইটের চৌহদ্দি : পূর্বে :** প্লট নং ২৬৫এ এবং ২৬৮এ, **পশ্চিমে :** পুরসভা সড়ক, **দক্ষিণে :** ভিআইপি রোড, **উত্তরে :** ৪০ ফুট চওড়া রোড। **বাণিজ্যিক অফিস স্পেসের চৌহদ্দি : পূর্বে :** ভেন্ডারের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** সেট ব্যাক, **পশ্চিমে :** মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড , **উত্তরে :** মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড। **এবং কার পার্কিং স্পেস ১১০ বর্গফুট এবং চৌহদ্দি : পূর্বে :** খোলা জায়গা **দক্ষিণে :** ভেন্ডারের কার পার্কিং স্পেস **পশ্চিমে :** ভেন্ডারের কার পার্কিং স্পেস **উত্তরে :** দোকান নং ৩৪
(সম্পত্তি মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী। বিক্রয় দলিল নং ২২৭১-২০০০ সালের)

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৫, স্থান : বিশাখাপত্তনম — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা**
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩,ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ কুমার অরুণ প্রকাশ, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯১৩৬০৫২১০১

পরিশিষ্ট - IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৪.০৬.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০৪.০৬.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **২৪,০০,২১,৬৯৮.৩৪ টাকা (চব্বিশ কোটি একুশ হাজার ছশো আটানব্বই টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা এবং ২৮.১০.২০১৬** থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স অ্যাডামস মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস লেমন ফ্রেশ, ২৯/১, কলাবাগান লেন, ডুমুরজোলা স্টেডিয়ামের বিপরীতে শহ এবং জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০১ **এবং জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী মানস রায় (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ২৬৩/৪৮, বেনারস রোড, নেতাজিগড়, হাওড়া - ৭১১১০৮ **(খ) শ্রীমতী সুমিত্রা রায় (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** পি৮৮/১, বেনারস রোড, নেতাজিগড়, বেলগাছিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৮ **(গ) শ্রী গৌতম ঘোষ (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** গ্রাম - হামিরবাটি, পোস্ট - মাধবপুর, থানা - আরামবাগ, হুগলি **(ঘ) শ্রীমতী মুন্মুন পাঁজা (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ১৪/২ পি রোড, নেতাজিগড়, হাওড়া - ৭১১১০৮ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০৫.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ক্রম	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১	অফিস স্পেস নং ২, ২য়তলে, ব্লক নং ১, হোল্ডিং নং ২৯/১, কলাবাগান লেন, ওয়ার্ড নং ৪৪, আরএস দাগ নং ৮৩, খতিয়ান নং ৪৯, জেএল নং এইচ ও -১, মৌজা এবং থানা : শিবপুর, হাওড়া, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫১৪৮ বর্গফুট এবং ঢাকা কার পার্কিং স্পেস আনুমানিক ১২০ বর্গফুট একতলায় প্রেমিসেস নং ওয়ার্ড নং ৪৪, হাওড়া পৌর নিগম অধীন হোল্ডিং নং ২৯/১, কলাবাগান লেন, থানা : শিবপুর, **দলিল নং ২৯৭৮ -২০১২ সালের। সম্পত্তি মেসার্স অ্যাডামস মার্কেটিং প্রা লি এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে অংশ হোল্ডিং নং ৩১ এবং ২৮, কলাবাগান লেন, দক্ষিণে : অংশ হোল্ডিং নং ৯ এবং ১০, কলাবাগান লেন, পূর্বে : হাওড়া ড্রেনেজ ক্যানাল রোড, পশ্চিমে : মোতি ঝিল। **(স্বত্ব দখলীকৃত)**	২,৩৫,০০,০০০.০০ টাকা	২৩,৫০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
২	বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১৬, ৫মতলে, এইচএমসি হোল্ডিং নং পি-৮৮/১ বেনারস রোড, নেতাজি গড়, মৌজা : বেলগাছিয়া, জেএল নং ৯, খতিয়ান নং ৪১২, দাগ নং ১৮৭, থানা : লিলুয়া, হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭২২ বর্গফুট , জি-৪ তলা ভবন, বিবেকানন্দ ভবন, **দলিল নং ১-১২৮৫০-২০০৬ সালের, সম্পত্তি মানস রায় এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ২০, দক্ষিণে : বেনারস রোড, পূর্বে : পি-৮৬, বেনারস রোড, পশ্চিমে : সিঁড়ি এবং প্রবেশ পথ ফ্ল্যাটের। **(স্বত্ব দখলীকৃত)**।	১৭,০০,০০০.০০ টাকা	১,৭০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ২৫,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মোহনবাগানে প্রকাশিত হল ভোটারদের তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জুনের শেষ সপ্তাহে হতে পারে নির্বাচন। বাগান অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে এমনই গুঞ্জন। বৈশাখের প্রথম দিন থেকেই মোহনবাগান ক্লাবে নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। ভোটারদের তালিকা পর্যবেক্ষণের জন্য ১৫ থেকে ২১ মে (রবিবার ও ছুটির দিন বাদে) দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা অবধি ক্লাবে রাখা থাকবে। কারও নাম বাদ গেলে, বাদ দেওয়ার প্রয়োজন থাকলে বা যে কোনও তথ্যগত সংশোধনের জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবেন ভোটাররা।

সদস্য পদ সংক্রান্ত তথ্য মিলবে ক্লাবের ওয়েবসাইটেও। বক্তব্য জানতে বা জানানোর কিছু থাকলে ই-মেলের মাধ্যমে করা যাবে। লগ ইনের ভিডিও থাকছে ক্লাবের ফেসবুক পেজেও। জাস্টিস অসীম রায় বলেন, '৩১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৪৯৭১ জন মেম্বারশিপ নবিকরণ করিয়েছিল। শেষপর্যন্ত সময় বাড়ানোয় এবার রিনিউ হয়েছে ৬৮১৮ টা কার্ড। এরা ভোটদানের অধিকার পেল। ক্লাব লিস্ট করে দিয়ে দিয়েছে। আমিও নোটিস ইস্যু করে দিয়েছি'।

এনসি চ্যাটার্জি টি২০ মেমোরিয়াল ট্রফি জিতল সুবার্বন ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি: এনসি চ্যাটার্জি টি২০ মেমোরিয়াল ট্রফি জিতল সুবার্বন ক্লাব। বুধবার সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাঠে তালতলা ইনস্টিটিউটকে ১৫ রানে হারিয়ে।

টস জিতে ব্যাট করতে নেমে সুবার্বন ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান তোলে। দীপক প্রসাদ ৩৭ বলে সর্বাধিক ৫৩ রান করেন। অভিষেক দাস ১০ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ২৮ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন আকাশ ত্রিপাঠী।

জবাবে খেলতে নেমে তালতলা ইনস্টিটিউট ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪১ রানের বেশি তুলতে পারেনি। চক্রধর দ্বিবেদী করেন ৩৭। অভিশান্ত তিনটি, ঋষি বটব্যাল ও গৌতম ভার্মা ২টি করে উইকেট নেন। ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে হাজির ছিলেন সিএবি সহ সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস, অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক, প্রাক্তন ক্রিকেটার ইন্দুভূষণ রায় প্রমুখ।

মা ও শিশুদের পুষ্টিকর খাবার সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানালেন সচিন তেন্ডুলকর

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিনি ক্রিকেট ঈশ্বর, অসহায়দের কাছে দেবদূতের সমান। দীর্ঘ দু-দশক ধরে ইউনিসেফের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর। ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে কাজ করেন তিনি। বুধবার এক্স হ্যান্ডলে দুটি ছবি দিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর। সেখানে দেখা যাচ্ছে নিজের হাতে বাচ্চাদের খাবার তুলে দিচ্ছেন ক্রিকেটের ঈশ্বর। পাশাপাশি তিনি লেখেন 'আজকের একজন পুষ্টিকর শিশু আগামীকাল একটি শক্তিশালী পৃথিবী। আসুন আমরা প্রতিটি মা,

প্রতিটি শিশুর জন্য, সর্বত্র পুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই'। প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে ভারতে পোলিও প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরি ও প্রচারের জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সচিনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁকে ২০০৮ সালে একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং স্যানিটেশনের ব্যাপারে প্রচার করার বেছে নেওয়া হয়। এবং বছরের পর বছর ধরে এই অভিযানটির সঙ্গে তিনি যুক্ত রয়েছেন।সচিনের হাত ধরে ইউনিসেফের একাধিক অভিযান প্রচারের আলোয় এসেছে। এই মহৎ কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনিও গর্বিত।

রোহিত কি রাজনীতিতে, বাড়ল চর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সদ্য টেস্ট ক্রিকেট ছেড়েছেন। তবে কি এবার দেখা যাবে রাজনীতিতে! সেই জল্পনাই যেন উস্কে দিলেন রোহিত শর্মা। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীসের বাসভবনে গিয়ে মঙ্গলবার সৌজন্য সাক্ষাৎ সারলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সদ্য টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া রোহিতকে আগামীর জন্য শুভেচ্ছা জানান দেবেন্দ্র। এই সাক্ষাতের পর রোহিতের রাজনীতিতে যোগদান নিয়ে চর্চা জোরালো হয়েছে।

রোহিত শর্মা আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

৫২তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ বিচারপতি গাভাইয়ের

নয়াদিল্লি, ১৪ মে: দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় দলিত এবং প্রথম বৌদ্ধ হিসাবে প্রধান বিচারপতির শপথ নিলেন বিচারপতি বিআর গাভাই। বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের ৫২তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। শপথের পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে অভিনন্দন জানান।

শপথগ্রহণের পর সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে উপস্থিত আইনজীবীদের শুভেচ্ছাবাক্যের উত্তরে গাভাই উচ্চারণ করেন, 'জয় ভীম'। যা তাঁর দলিত শিকড়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংহতির প্রকাশ বলেই ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্লেষকরা। বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদানও করেন তিনি। এই দৃশ্য ঘিরে বহু জায়গায় আবেগঘন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ২০০৩ সালে বম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে গাভাইয়ের কেরিয়ার

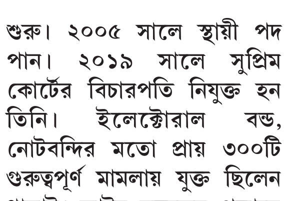

শুরু। ২০০৫ সালে স্থায়ী পদ পান। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন তিনি। ইলেক্টোরাল বন্ড, নোটবন্দির মতো প্রায় ৩০০টি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় যুক্ত ছিলেন গাভাই। আইন মন্ত্রকের প্রস্তাবে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না উত্তরসূরি হিসেবে গাভাইয়ের নাম সুপারিশ করেন। নিয়ম মেনে সেই নাম রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে অনুমোদিত হয়। এবার আগামী ছ'মাস গাভাই দেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাবেন। নভেম্বরেই তিনি অবসর নেবেন। গাভাইয়ের 'জয় ভীম' সম্ভাষণ ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি করল বলেই মত বিশ্লেষকদের।

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Madhugari Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Chechania, Nadia. **NIET No.01/15th CFC/Madhugari /2025-26, 02/5th SFC/ Madhugari/ 2025-26,** Last date of submission **22.05.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Madhugari Gram Panchayat.

Tender is invited from reputed and empanelled **Architects & Engineers** for sanction of (G+4) MIG building of Prem. No....46-0572...... Plot no. AA-IIB-903/1 at **New Town** from **N.K.DA.** for **Bridgeland....... Co-operative Housing Society Ltd."** in our email **bridgeland2019@gmail.com**

Notice Inviting e-Tender

NIT NO- JOY2/05 of 2025-26, Dt.- 13.05.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 6 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_845544_1 to 2025_ZPHD_845544_6** and last date of bid submission is **23.05.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NETAJI SUBASH PATH, NORTH 24 PGS, PIN - 743145

WALK IN INTERVIEW

A walk-in-interview will be held at Kanchrapara Municipality on **03/06/2025 at 12 NOON** for the **Post of Part Time Medical Officer** in the UPHC under NUHM. For details Please visit our website at **www.kanchraparamunicipality.org**

Sd/-
Chairman,
Kanchrapara Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 3rd
Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 76/WS/ Eng/25 Dt. 24-03-25
N.I.E. ET. No. 78/WS/ Eng/25 Dt. 25-03-25

Bid Submission period: 22.05.25 instead of 13.05.25 Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Notice e-Tender

The Prodhan Malibari-II Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.: 01/15th FC/2025-26, Memo No: 650/ Mali-II/ 2025. Date- 08.05.2025.** Last date of Bid submission **23.05.2025 upto 12:00 Hours.** For more details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Malibari-II G.P.
Raninagar-II BLOCK,
Murshidabad

TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, **Shyamnagar Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), P.O- Shyamnagar, Nadia. **NIET No- 2/5th SFC FUND (UNTIED) of SGP of 2025-26,** Last date of submission **-21.05.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Shyamnagar Gram Panchayat.

ওয়ে ফাইন্ডার্স ব্র্যান্ডস লিমিটেড
CIN: U19100WB2014PLC204637
রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৪, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০২৯
ফোন : (০৩৩) ২৩০১ ৪৪২১
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৯৫৭৪৮
ই-মেল : share.dept@bata.com

এতদ্বারা ওয়ে ফাইন্ডার্স ব্র্যান্ডস লিমিটেডের সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত ঠিকানায় স্বাক্ষরিত অনুরোধ পাঠিয়ে তাদের ইমেল ঠিকানা/ পরিবর্তন নিবন্ধন করতে। ডিমাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যগণ তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সরাসরি ইমেল ঠিকানার মাধ্যমে আপডেট করতে পারেন।

ওয়ে ফাইন্ডার্স ব্র্যান্ডস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
স্থান : গুরুগ্রাম ডিরেক্টর
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫ ডিন : ০২৪৫৯৭৮৮

OFFICE OF THE
RAMPARA-II GRAM PANCHAYAT
P.O- REJINAGAR ✷ P.S. – REJINAGAR ✷ DIST- MURSHIDABAD

TENDERNOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- **02/ Rampara- I IGP/ 2025-26 & 03/ Rampara-IIGP/2025-26. With Vide Memo No. 141/Ram-II GP/ 2025-26 & 142/Ram-II GP/ 2025-26, Dated:- 14-05-2025,** The Last date for online submission of tender is **21/05/2025Upto 02.00 P.M.** For details, please visit website:- **htpps:// wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

পাবলিক নোটিশ

আমরা আনন্দের সঙ্গে আমাদের **এসবিআই, আনুলিয়া শাখাকে** আরও সুবিধাজনক এবং প্রশস্ত স্থানে স্থানান্তরিত করার ঘোষণা করছি। যা **১৫.০৫.২০২৫** থেকে কার্যকর। নতুন ঠিকানা হল **জগপুর রোড, নিমতলা, পোস্ট অফিস- আনুলিয়া, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫৫, ল্যান্ড মার্ক- কারিগর পাড়া খেলার মাঠের কাছে।** আমাদের টেলিফোন নম্বর হল ৮০০১১৯৪৭২৩।

আমরা নতুন অবস্থান থেকে আপনাকে আরও ভালোভাবে সেবা প্রদানের জন্য উন্মুখ।

(ব্রাঞ্চ ম্যানেজার)
এসবিআই আনুলিয়া শাখা

বাটা প্রপার্টিজ লিমিটেড
CIN: U70101WB1987PLC042839
রেজিস্টার্ড অফিস : ৬এ, এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০১৩
ফোন : (০৩৩) ২৩০১ ৪৪২১
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৯৫৭৪৮
ই-মেল : share.dept@bata.com

এতদ্বারা বাটা প্রপার্টিজ লিমিটেডের সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত ঠিকানায় স্বাক্ষরিত অনুরোধ পাঠিয়ে তাদের ইমেল ঠিকানা/ পরিবর্তন নিবন্ধন করতে। ডিমাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যগণ তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সরাসরি ইমেল ঠিকানার মাধ্যমে আপডেট করতে পারেন।

বাটা প্রপার্টিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
স্থান : গুরুগ্রাম ডিরেক্টর
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫ ডিন : ০২৪৫৯৭৮৮

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly

Tender Notice

Online Tender is invited vide **Reference No. 208/M-II/2025, 209/M-II/2025, Date 29.04.2025** for 02 (Two) Nos. of work. Last Date of Bid Submission is **20.05.2025 up to 12.00 Noon.**

Tender ID List
2025_ZPHD_840558_1
2025_ZPHD_840554_1

Intending bidders are requested to visit the website :- **https:// wbtenders.gov.in** and this notice board.

Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

Sahajadapur Gram Panchayat
Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 5 Nos. scheme vide **NIT No: 67/Saha/5th SFC(Tied)/25-26, 66/Saha/15th FC(tied)/25-26 & 65/Saha/15th FC(Untied)/25-26, Dated- 14.05.2025.** Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date : **15.05.2025 from 11:00 AM** and Closing date (Online) : **24.05.2025 upto 12:00 Noon.** Tender opening date (Online) : **26.05.2025 on 12:30 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in Tender id: 2025_ZPHD_845969_(1-3), 2025_ZPHD_846029_1 & 2025_ZPHD_846048_1,** also available at undersigned G.P.

Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১ ৩৩২২৪৮ ৯৮০৮/২২৪৮ ৮১৭৩ ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩
ইমেল: jaibalaji@jaibalajigroup.com
ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com,

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("**দি কোম্পানি**") এর সদস্যদের ধারা ১১০ এর সহিত পঠিত ১০৮ এর বিধান অনুসারে দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, আইন, ২০১৩, ("**দি অ্যাক্ট**") (আপাতত বলবৎ কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা এর পুনঃপ্রণয়ন সহ), কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪, (**'বিধি'**) এর ২০ এবং ২২ বিধি সহ পড়ুন, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এর রেগুলেশন ৪৪, দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (**'এসএস-২'**) প্রতিটি সংশোধিত হিসাবে, সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকার কর্তৃক জারিকৃত (পরবর্তীতে সমষ্টিগতভাবে **'এমসিএ সার্কুলার'** হিসাবে উল্লিখিত) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সার্কুলার সেবি কর্তৃক জারিকৃত এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান, এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিশেষ রেজোলিউশন অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ('পোস্টাল ব্যালট') মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০২ এবং ১১০ এর বিধান অনুসারে প্রস্তাবিত সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং কারণ উল্লেখ করে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি নোটিশের অংশ হিসেবে গণ্য।

কোম্পানি বুধবার, ১৪ মে ২০২৫ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পূর্বোক্ত পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে যাদের নাম **০৯ মে ২০২৫ ('কাট-অফ তারিখ')** সদস্যদের/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে এবং যার ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসার উত্তর খামের সাথে নোটিশের ফিজিক্যাল কপি এমসিএ সার্কুলারে প্রদত্ত ছাড়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ডাক ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না।

কোম্পানি তার সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ('সিডিএসএল') এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ :

ই-ভোটিং শুরু	**শুক্রবার, ১৬ মে, ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা (আইএসটি)**
ই-ভোটিং শেষ	**শনিবার, ১৪ জুন ২০২৫ বিকাল ৫টা (আইএসটি)**

এই সময়ের মধ্যে, **শুক্রবার ০৯ মে ২০২৫** (কাট-অফ-তারিখ) পর্যন্ত ফিজিক্যাল বা ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এরপরে রিমোর্ট ই-ভোটিং মডিউল সিডিএসএল কর্তৃক নিষ্ক্রিয় করা হবে।

রেজোলিউশনের উপর ভোট একবার সদস্য দ্বারা দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে এটি সংশোধন করতে পারবেন না। ভোটের অধিকারগুলি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার, ০৯ মে ২০২৫** তারিখে সদস্যদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে।

কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ নিয়োগ করেছে মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, কলকাতা (FRN : P2010WB042700), একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে।

পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.jaibalajigroup.com**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথাক্রমে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড যথাক্রমে **https://www.nseindia.com** এবং **https://www.bseindia.com** এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এ পাওয়া যাবে।

স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পরিচালিত ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও অবহিত করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.jaiblajigroup.com** এ আপলোড করা হবে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ভোট প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে নির্দেশিত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের সম্মতি (**পক্ষে**) বা ভিন্নমত (**বিরুদ্ধে**) পদ্ধতির মাধ্যমে রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যা নোটের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত প্রশ্ন/অভিযোগের সমাধানের জন্য যোগাযোগের বিবরণ যদি থাকে, শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩, ইমেল **helpdesk.evoting@cdslindia.com** অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
তারিখ: ১৪ মে ২০২৫ কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা সদস্য নং: এফ ৬২৮৫

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৬৭০, তারিখ ঃ ১৩.০৫.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলস্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত বৈদ্যুতিক কাজেরগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **ক্রম নং. ঃ ১; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৪৬; কাজের নামঃ** হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় সমস্ত রেলওয়ে প্রাঙ্গনে ১০০% শক্তি সাশ্রয়ী এলইডি লুমিনায়ারে পরিবর্তন; **টেন্ডার মূল্য (টাকা) ঃ** ₹ ১,৩৫,৯৩,৮১৯/-; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) (টাকা) ঃ** ₹ ২,১৮,০০০/-; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন; **ক্রম নং.ঃ ২; টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৪৭; কাজের নাম ঃ** ১) হাওড়া-বর্ধমান (এইচবিসি) শাখায় সমস্ত রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ১০০% শক্তি-সাশ্রয়ী এলইডি লুমিনায়ারে পরিবর্তন; **টেন্ডার মূল্য (টাকা) ঃ** ₹ ১,৪১,৫৫,২০৪/-; **বিড সিকিউরিটি(বায়না অর্থ জমা) (টাকা) ঃ** ₹ ২,২০.৮০০/-;**সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন; **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্রম. নং. ১ এবং ২ প্রতিটির জন্য ০৩.০৬.২০২৫ বিকাল ৩টায়। বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো টেন্ডারে উল্লিখিত জমার শেষ তারিখটি যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না যেহেতু আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট টেন্ডারের আবেদন জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। সেইহেতু, টেন্ডারটি জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে যেকোনো সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে খোলা হবে। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের অফারটি অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-82/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Sinking of borewell with installation of 2 No. Mark II Tubewell at Sramiknagar Damodar Colony within Ward No.- 41, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-28/25-26
Tender ID : 2025_MAD_845952_1 • Estimated Amount : 5,67,771/-
Last Date : 23rd May 2025, up to 5:00 pm

2) Name of the Work: Installation of barbed & concertina wire fencing with vertical extension of boundary wall and painting work at Ambagan Over Head Reservoir Compound within Ward No.- 19, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-29/25-26
Tender ID : 2025_MAD_846006_1 • Estimated Amount : 15,47,849/-
Last Date : 30th May 2025, up to 5:00 pm

For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Tender Notice

On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl. No		NIT No. Scheme Name & Estd Cost,
1	Modified Leach pit	**NIT -199(4)/ SBM/NIT/BGP /2025** 1) Modified Leach pit near Taltala ghat Tube well at Rakhaskhali Mouza Under Brajaballavpur GP, Scheme Cost- 35356.00, 2) Modified Leach pit near Uttar Para F.P. School Tube well at Rakhaskhali Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 3) Modified Leach pit near Bhagyadhar Manna house Tube well at Rakhaskhali Mouza Under Brajaballavpur GP. Scheme Cost- 35356.00 4) Modified Leach pit near Satyaranjan Guchhait house Tube well at Rakhaskhali Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00
		NIT -200(6)/ SBM/NIT/BGP /2025 1) Modified Leach pit near Vibekananda Bazar Tube well at Kshetramohonpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 2) Modified Leach pit near health sub center at Kshetramohonpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 3) Modified Leach pit near Hore Maity house Tube well at Kshetramohonpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 4) Modified Leach pit near Ajoy Jana house Tube well at Kshetramohonpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 5) Modified Leach pit near Susanta Barik house Tube well at Kshetramohonpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 6) Modified Leach pit near Satadal Ranjit house Tube well at Kshetramohonpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00
		NIT -201(8)/ SBM/NIT/BGP /2025 1) Modified Leach pit near Raju Mandal house Tube well at Brajaballavpur Mouza Under Brajaballavpur GP. Scheme Cost- 35356.00 2) Modified Leach pit near Rajanibala SSK Tube well at Brajaballavpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 3) Modified Leach pit near Narayan Das house Tube well at Brajaballavpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 4) Modified Leach pit for Barodamoyee Santimoyee (132 no) ICDS at Brajaballavpur Mouza Under Brajaballavpur GP.(Bhupendra Smriti ICDS)Scheme Cost- 35356.00 5) Modified Leach pit near Dilip Das house Tube well at Brajaballavpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 6) Modified Leach pit near Gurupada Das house Tube well at Brajaballavpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 7) Modified Leach pit near Bholanath Bera house Tube well at Brajaballavpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00 8) Modified Leach pit near Hospital Tube well at Brajaballavpur Mouza Under Brajaballavpur GP.Scheme Cost- 35356.00
		NIT -202(6)/ SBM/NIT/BGP /2025 1) Modified Leach pit near Protanu Bhattechariya house Tube well at Gobindapur Abad Mouza Under Brajaballavpur GP. Scheme Cost- 35356.00 2) Modified Leach pit near Subash Maity house Tube well at Gobindapur Abad Mouza Under Brajaballavpur GP. Scheme Cost- 35356.00 3) Modified Leach pit for137 no ICDS at Gobindapur Abad Mouza Under Brajaballavpur GP. (Bhupendra Smriti ICDS) Scheme Cost- 35356.00 4) Modified Leach pit near Lakshikanta daloi house Tube well at Gobindapur Abad Mouza Under Brajaballavpur GP. Scheme Cost- 35356.00 5) Modified Leach pit near Sonatan Halder house Tube well at Gobindapur Abad Mouza Under Brajaballavpur GP. Scheme Cost- 35356.00 6) Modified Leach pit near Balai Bhunia house Tube well at Gobindapur Abad Mouza Under Brajaballavpur GP. Scheme Cost- 35356.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1 is : 21-05-2025 11-00 a.m.
For details Pradhan **Mob- 9593018053** Up Pradhan **Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com**

পোদ্দার প্রোজেক্টস লিমিটেড
CIN: L51909WB1963PLC025750
১৮ রবীন্দ্র সরণি পোদ্দার কোর্ট ১০ম তল কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২২৫০৩৫২/৪১৪৭ **ইমেল:** investors@poddarprojects.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বারো মাসের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৬৩৫.৫৬	১,৬১৬.৮৭	১,৮২০.৫২	৭,৩৩৩.৪৬	৬,৪৬৫.০৭
কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব	(১৫৯.৭৮)	৯৬.৩৫	১৮২.৪১	৯৮৯.৫১	১,০১৭.৪৮
কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] কর পূর্ব চলতি কার্যাদি থেকে	(১৫৯.৭৮)	৯৬.৩৫	১৮২.৪১	৯৮৯.৫১	১,০১৭.৪৮
চলতি কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] সময়কালের জন্য	(১১৯.৮৪)	৬৮.২১	১৬০.৫৩	৭৫৮.৪০	৮২৬.১০
মোট ব্যাপক আয়					
চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫
অন্যান্য ইক্যুইটি					
শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়) চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে					
মৌলিক (টা.)	(৪.০৩)	২.২৯	৫.৪০	২৫.৫১	২৭.৭৮
মিশ্রিত (টা.)	(৪.০৩)	২.২৯	৫.৪০	২৫.৫১	২৭.৭৮

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হওয়ার পর ১৪ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছে।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.poddarprojects.com -তেও পাওয়া যাবে।
৩. কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস) এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধি অনুসারে ফলাফলগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের চিত্রটি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
পোদ্দার প্রোজেক্টস লিঃ -র পক্ষে
স্বা/-
অরুন কুমার পোদ্দার
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫ **DIN : 01598304**

এমকে কনসালট্যান্টস লিমিটেড
CIN NO: L74140WB1990PLC050229
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫বি, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর হাইট, কলকাতা-৭০০০২৭
ফোন নং : ০৩৩-২৪৪৮৬০৬০
ইমেল : info@emkayconsultant.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১২.৫৫	৪৪.১৪	২৪.৬৯০	২৩৮.০৫	৫১.৭৯
ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(০.৬০)	(৮.৪৬)	(০.৭৯)	(১৯.৮৩)	(২০.০৬)
চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(০.৬০)	(৮.৪৬)	(০.৭৯)	(১৯.৮৩)	(২০.০৬)
চলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(০.৬০)	(৮.৪৬)	(০.৭৯)	(১৯.৮৩)	(২০.০৬)
মোট আনুপুঙ্খিক আয়	(০.৬০)	(৮.৪৬)	(০.৭৯)	(১৯.৮৩)	(২০.০৬)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকার)	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় ১০ টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.০২)	(০.২৮)	(০.০৩)	(০.৬৬)	(০.৬৫)
চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে মূল (টা.)	(০.০২)	(০.২৮)	(০.০৩)	(০.৬৬)	(০.৬৫)
মিশ্রিত (টা.)	(০.০২)	(০.২৮)	(০.০৩)	(০.৬৬)	(০.৬৫)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটির অনুমোদনের পর ১৪.০৫.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।
২. কোম্পানির নিরীক্ষকরা এসইবিআই এলওডিআর (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) এর প্রবিধান ৩৩ অনুসারে ৩১ মার্চ ২০২৫ -এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
৩. সংস্থাটি কেবল একটি বিভাগে কাজ করছে কারণ এটির মূল ব্যবসা হল বিনিয়োগ এবং অর্থায়ন কার্যক্রম।
৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সংশোধিত তফসিল III অনুসারে সেবি দ্বারা সংশোধিত ফর্ম্যাট অনুসারে পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ / পুনরায় সাজানো / পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে।
৫. অ্যাকাউন্টগুলি পূর্ববর্তী বছরের মতোই একই হিসাব বিধি এবং মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস, পুনঃবর্ণনা এবং পুনর্গঠন করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
দীপক কুমার সিং
(চেয়ারম্যান)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ মে, ২০২৫ **DIN: 00506236**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রত্যাশা

বৃহস্পতিবার • ১৫ মে ২০২৫ • পেজ ৮

অর্থনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত ভারতে মধ্যবিত্ত কি বিলুপ্ত হচ্ছে

বিপ্লব চৌধুরী

উপার্জন ও ধনসম্পদের নিরিখে ভারতে বৈষম্যের মাত্রা দৃষ্টিকটুভাবে খারাপ। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে শুধুমাত্র যে দারিদ্র্য দূরীকরণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তাই নয় এই বৈষম্য দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপন্থীও বটে । এদিকে ভারত সরকারের নীতি আয়োগ বিশ্বাস করে ভারতে দারিদ্রসীমার নিচে কেবলমাত্র ৫ু মানুষই রয়েছেন। কতটা হাস্যকর ও অযৌক্তিক এই তথ্য! কারণ যদি তাই হয় তবে কেন ভারত সরকার দুই তৃতীয়াংশ ভারতীয়দের বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করত বাধ্য হচ্ছে ? আসলে আয়ের বৈষম্যতা ও দারিদ্রতা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যত এক শ্রেণির মানুষেরা ধনী হচ্ছেন ঠিক তত বিশাল সংখ্যক মানুষদের দারিদ্র্যতায় দিন কাটাতে হচ্ছে । এর কারণ দেশের উপার্জন ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনে ত্রুটি ও সরকারের সুনির্দিষ্ট মানবিক জাতীয় নীতির অভাব। ধন-সম্পদের বন্টনে নজিরবিহীন বৈষম্যের মুখে সারা পৃথিবী । বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যার কাছে অর্থাৎ প্রায় ৩৬০ কোটি মানুষের কাছে যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি রয়েছে, মাত্র ৮ জন ধনকুবেরের কাছেই এই মুহূর্তে সেই পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে। ভারতে এই বৈষম্য আরও প্রবল। ভারতীয় জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ অর্থাৎ ৯০ কোটি মানুষের কাছে যে পরিমাণ ধনসম্পত্তি রয়েছে , মাত্র ৫৭ জন ধনকুবেরেই এখন সেই পরিমাণ সম্পত্তির মালিক। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে দেশের সেরা ধনী ১ু মানুষের কাছে ২২ু এবং সেরা ১০ু এর হাতে জাতীয় আয়ের ৫৭ু রয়েছে। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা দেশের ধনকুবেরদের নানাবিধ কর ছাড়ের সুযোগ এবং 'স্পেশাল স্ট্যাটাস' দেওয়ার ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে ধনীর সাথে গরীব ও মধ্যবিত্তদের ফারাকটা দিন দিন বিশ্রীভাবে বাড়ছে । বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবীদ টমাস পিকেটি, লুকাস চান্সেল এবং নীতিন কুমার ভারতীর অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪- ২০১৫ সাল থেকে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে ভারতে বিলিয়নেয়ারদের সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা যেতে পারে তাদের স্বর্ণযুগ চলছে। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষের কাছে সিংহভাগ অর্থ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। চলতি বছর ২০২৪ সালে ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাবের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে বিলিয়নেয়ারদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৭১, তার মধ্যে ২০২৩ সালে ৯৪ জন ধনকুবের যুক্ত হয়েছেন এই তালিকায়। অপরদিকে দেশের প্রান্তিক দরিদ্র মানুষদের অনাহারে দিন কাটানো থেকে শুরু করে অপুষ্টি, অশিক্ষা, এবং অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তাদের দুর্দশার চিত্র। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ

অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ২.৫০ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারীরা অর্থাৎ যাদের মাসিক আয় ২০ থেকে ৮০ হাজার টাকার মধ্যে তাঁরা হলেন মধ্যবিত্ত। এবার আসি কিভাবে মুছে যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সেই কথায় । বিগত চল্লিশ বছরের দেশে সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার, সন্তান-সন্ততিদের উচ্চশিক্ষার খরচ, অসুখ বিসুখ ও দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা জনিত খরচ, বাসস্থানের বন্দোবস্ত, ইএমআই - এর চাপ, ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে রীতিমতো নাজেহাল ও প্রতিনিয়ত হিমসিম খেতে হচ্ছে মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের। এর ফলে তাঁরা মধ্যবিত্ত স্ট্যাটাস থেকে নেমে যাচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। ২০২০ সালের ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ভারতে ৫০ু জনসংখ্যা দৈনিক ২২৫ টাকার কম আয়ে দিন গুজরান করতে বাধ্য হচ্ছে । সিআরআইএসআইএল - এর তথ্য অনুযায়ী ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভয়ানক ভাবে ক্রমশ দারিদ্র্যতার দিকে নেমে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার মোকাবিলা করতে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব বেকার সমস্যা দূরীকরণে জোড় দেওয়া, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, ছোটো ও মাঝারি শিল্পকে অর্থনৈতিকভাবে চাঙ্গা করতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থ সাহায্য করা , অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরি ধার্য্য করা উল্লেখযোগ্য । সরকারের উচিত কর আরোপের আগের আয় ও কর বাদ দেওয়ার পর পড়ে থাকা মূল আয়ের উপর মনোযোগ দেওয়া ও বিশেষ করে দেশের মোট আয় এবং ব্যক্তির নিজস্ব আয়ের মধ্যে বৈষম্য মোকাবিলায় বিশেষ যত্নবান হওয়া। এছাড়াও সামাজিক জনকল্যাণ মুলক ক্ষেত্রে বিশেষত দেশের স্বাস্থ্যকাঠামো উন্নত করা, শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের ও মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অত্যাধিক ফিস কাঠামোকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধকালীন ভাতা সহ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের মাসিক আর্থিক সাহায্য করা, কম আয়ের মানুষদের জন্য সাধ্যের মধ্যে সরকারি আবাসের ব্যবস্থা করা, খাদ্য সুরক্ষা ও খাদ্য বন্টনে সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কৃষিঋণ মুকুব করা ও তাদের কৃষি বীমার আওতায় আনা এবং তাদের ফসল বীমার সুবিধা প্রদান করা, উৎপন্ন ফসলের যেন নায্য এমএসপি কৃষকরা পান তার ব্যবস্থা করা- এই সব বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। তবেই দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে এবং দেশে সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে।

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক

ফিক্সড ডিপোজিটে নিয়ে এল আকর্ষণীয় এক সুদের হার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের বেসরকারি ব্যাঙ্কের তালিকায় অন্যতম এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। এখানে তারা ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে বরাবর ভাল সুদের হার দিয়ে থাকে। আর এবার তারা সেই ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার তারা আরও বাড়ল। সুদের হার সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য হল ৭.৯ শতাংশ। জেনারেল সিটিজেনরা পাবেন ৭.৪ শতাংশ।

৩ কোটি টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত এই সুদের হার রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। তাদের সুদের হার দেখলে দেখা যাবে ৭ থেকে ২৯ দিনের জন্য রয়েছে ৪.৭৫ শতাংশ। ৩০ থেকে ৪৫ দিনের জন্য সুদের হার রয়েছে ৫.৫০ শতাংশ। ৪৬ থেকে ৬০ দিনের জন্য সুদের হার রয়েছে ৫.৭৫ শতাংশ। ৬১ থেকে ৮৯ দিনের জন্য সুদের হার রয়েছে ৬ শতাংশ করে।

৭ দিন থেকে ১০ বছরের জন্য সুদের হার রয়েছে ৩ শতাংশ থেকে শুরু করে ৭.৯০ শতাংশ। ৫ বছরের জন্য যদি ফিক্সড ডিপোজিট করেন তাহলে সুদের হার রয়েছে ৭ শতাংশ করে। এই সুদের হার রয়েছে জেনারেল সিটিজেনদের জন্য। অন্যদিকে সিনিয়র সিটিজেনরা পাবেন ৭.৫০ শতাংশ হারে সুদ।

এই ব্যাঙ্ক তাদের মার্জিনাল কস্ট এফ লেন্ডিং রেটেও বেশ খানিকটা পরিবর্তন করেছে। ৭ জানুয়ারি থেকে সুদের হার রয়েছে ৯.১৫ শতাংশ থেকে শুরু করে ৯.৪৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এই হিসাবে ১ মাসের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.১৫ শতাংশ। ৩ মাসের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.৩০ শতাংশ। ৬ মাসের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.৪০ শতাংশ। ১ বছরের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.৪০ শতাংশ। ২ বছরের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.৪৫ শতাংশ। ৩ বছরের জন্য সুদের হার থাকবে ৯.৪৫ শতাংশ।

নতুন বছর থেকে যারা বিনিয়োগের কথা ভাবছেন তাদের কাছে এই ধরণের অফার যথেষ্ট লাভের হতে পারে। যদি এখানে বিভিন্ন অফার সম্পর্কে জেনে নিয়ে কাজ করতে পারেন তাহলে ঘরে মুনাফার টাকা ঢুকবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে গিয়ে ভাল করে জেনে নিয়ে তবেই সেখানে বিনিয়োগ করবেন।

বাণিজ্য

আপনি কি গৃহবধূ ? আপনিও এখন উপযুক্ত পার্সোনাল লোনের জন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: যারা গৃহবধূ তাদের জন্য সুখবর। এবার থেকে তারাও পার্সোনাল লোন পাবেন দ্রুত। এতদিন ধরে যারা শুধু ঘর সামলে এসেছেন তারা এবার মাথা উঁচু করে থাকতে পারবেন। যে টাকা পার্সোনাল লোন হিসাবে নেবেন সেটা তাদের নানা কাজে তারা ব্যবহার করতে পারবেন। যারা মনে করেন ঘর সামলানো অতি সহজ একটি কাজ তারা এটা মনে রাখবেন যে এটি জীবনের একটি কঠিন কাজ।

কীভাবে গৃহবধূরা পার্সোনাল লোন পাবেন তার একটি হিসাব দেখানো হল। এখানে গৃহবধূরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে লোন শোধ করতে পারবেন। ফলে তাদের লোনের পরিমানও হবে খুব বেশি নয়। যদি সঠিকভাবে ব্যাঙ্কে গিয়ে তথ্য দিতে পারেন তাহলে অতি সহজেই পেয়ে যাবেন পার্সোনাল লোন।

এখানে পার্সোনাল লোনের জন্য সুদের হার কম থাকে। এরফলে তারা অতি সহজেই সেই লোন শোধ করতে পারেন। এখানে লোনের প্রসেসিং ফি অনেকটাই কম থাকে। ফলে অতি দ্রুত কাজটি শেষ হয়ে যায়। যাদের সেই মহিলা তার কোনও সম্পদ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত না করেন সেদিকেও নজর রাখা হয়। একবার যদি লোন পাস হয়ে যায় তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে লোন আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যেতে পারে।

গৃহবধূরা পার্সোনাল লোনের জন্য সাধারণ কয়েকটি কাগজ জমা দিতে পারেন। নিজের পরিচয়পত্র, আধার কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড, ঠিকানার প্রমাণপত্র দিলেই সহজে লোন পাস হয়ে যায়।

নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে গিয়ে লোনের জন্য আবেদন করুন। দ্রুত যাতে নিজের পার্সোনাল লোনটি পাস হয়ে যায় সেদিকে সবভাবে তৈরি থাকুন। ব্যাঙ্কের চাহিদামতো সমস্ত কাগজ জমা দিয়ে দিন। এরপরই দেখবেন দ্রুত আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে গেছে।

লোন শোধ করার জন্য সুদের হার কত হবে সেটা ভাল করে দেখে নিন। যাতে আপনার বাজেটের মধ্যে থাকে সেদিকে নজর রাখুন। চেষ্টা করুন যাতে প্রথমবারেই লোনটি পাস হয়ে যায়। তাহলে আপনার ক্রেডিট স্কোর ভাল থাকবে। দ্রুত শোধ করে দিলে ফের লোনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। লোন নেওয়ার আগে ব্যাঙ্কের সমস্ত কাগজ ভাল করে দেখে নিন।

মন্দার বাজারকে পথ দেখাচ্ছে আইটি সেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিনের শুরুতে শেয়ার বাজার নিচের দিক থেকে শুরু হলেও বেশ কয়েকটি সেক্টরে ভাল ফল লক্ষ্য করা গেল। এদিন দিনের শুরুতে সেনসেক্স ২৮৪.৯২ পয়েন্ট নিচের দিকে চলে যায়। অন্যদিকে নিফটি ফিফটিও কম দিয়েই তার খাতা শুরু করে। সেখানে কমের হার ছিল ১০৬.৩০ পয়েন্ট।

তবে শুক্রবার বেশ কয়েকটি আইটি সেক্টরে ভাল ফল লক্ষ্য করা গিয়েছে। দেশের প্রথম সারির আইটি স্টক মার্কেটে এই উন্নতি কিছুটা হলেও নিচের দিকে যাওয়া কমিয়েছে। এদিন বাজার খোলার পর টিসিএস স্টক ৫ শতাংশ উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। টিসিএস বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে সেখান থেকে তাদের এই ভাল হার যথেষ্ট নিশ্চিন্ত করেছে বিনিয়োগকারীদের।

ডিসেম্বর কোয়ার্টারে দেশের আইসি সার্ভিসের প্রধান টিসিএস ১২ শতাংশ হারে মুনাফা করেছে। ডিসেম্বর মাসে তাদের টাকার পরিমান ছিল ১২ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। এই টাকার পরিমান বিনিয়োগকারীদের যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন টিসিএস যেভাবে আইটি সেক্টরকে ধরে রেখেছে তাতে বাজারের পরিস্থিতি খানিকটা হলেও বদলাবে। এর সঙ্গে তাল রেখে টিসিএস ৪.৪০ শতাংশ হারে লাভ করেছে। পাশাপাশি লারসেন অ্যান্ড টার্বো ইনফোটেক হারিয়েছে ৩.৫০ শতাংশ।

টেক মাহিন্দ্রা দিনের শুরুতে ভাল লাভ করেছে। তারা ২.৩৪ শতাংশ হারে এগিয়েছে। অন্যদিকে উইপ্রো এগিয়েছে ১.৯৭ শতাংশ। পারসিসটেন্ট সিস্টেম পেয়েছে ১.৫৮ শতাশ এবং এমফাসিস ১.৩১ শতাংশ হারে উপরের দিকে উঠেছে। ইনফোসিস সারাদিন ১.১৩ শতাংশ হারে উপরের দিকে ওঠার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি এইচসিএল টেকনোলজি পেয়েছে ০.৭৭ শতাংশ। সবমিলিয়ে নিফটি আইটি ইনডেক্স উপরের দিকে উঠেছে ২.০৮ শতাংশ।

চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত শেয়ার বাজার নিচের দিকেই রয়েছে। ভাল কোনও লক্ষণ পাওয়া যায়নি। প্রতিদিনই বাজার থেকে মুখ ব্যাজার করে ফিরছেন বিনিয়োগকারীরা। মুখ ভার শেয়ার বিশেষজ্ঞদেরও। তবে সপ্তাহের শেষ দিনে আইটি সেক্টর কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ফলে সেদিক থেকে দেখতে হলে আগামী সপ্তাহের সোমবার থেকে বাজার কিছুটা হলেও ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক

সুপার সিনিয়র সিটিজেনরা পাবেন ৮.৫ শতাংশ সুদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমে বেশ কয়েকটি নতুন ধরণের পরিবর্তন এনেছে। সুপার সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য এবার তারা নিয়ে এল আইডিবিআই চিরঞ্জীবি সুপার সিনিয়র সিটিজেন ফিক্সড ডিপোজিট। যাদের বয়স ৮০ বছর বা তার বেশি তারা এখানে নিজের টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন।

এখানে ৫৫৫ দিনের জন্য যদি টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে সুদের হার পাবেন ৮.০৫ শতাংশ। এছাড়াও যদি ৩৭৫ দিনের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সুদ পাবেন ৭.৯০ শতাংশ সুদ। ৪৪৪ দিনের জন্য যদি বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সুদ পাবেন ৮ শতাংশ হারে সুদ। ৭০০ দিনের জন্য যদি বিনিয়োগ করেন তাহলে সুদ পাবেন ৭.৮৫ শতাংশ।

এখানে বিনিয়োগ করতে হলে ৮০ বছর বা তার বেশি বয়স হতে হবে। যেকোনও সময় টাকা তুলে নেওয়ার সুবিধা থাকে এই ফিক্সস ডিপোজিট স্কিমে। বছরের বিশেষ সময়তেই বিশেষত উৎসবের সিজনে এই স্কিম চালু থাকে। বছরের অন্য সময় এর সুবিধা নিতে পারবেন না।

দেশের প্রতিটি ব্যাঙ্ক নিজের মতো করে সুদের হার দিয়ে থাকে। সেখানে এসবিআই থেকে শুরু করে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সকলেই যুক্ত থাকেন। তবে সরকারি ব্যাঙ্কের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিও অনেক সময় ভাল সুদের হার দিয়ে থাকে। সেগুলি যদি সঠিক সময় নজরে রাখতে পারেন তাহলে সেখানে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। ব্যাঙ্কে বিনিয়োগ করলেই ভাল রিটার্নের পাশাপাশি সুরক্ষার দিকটিও থাকে।

জেনারেল সিটিজেন এবং সিনিয়র সিটিজেনরা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ভাল সুদের হার পেয়ে থাকেন। ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগ করার ফলে আপনার টাকা এক জায়গায় সুরক্ষিত থাকে। তবে দেশের সুপার সিনিয়র সিটিজেনরাও সেই তালিকা থেকে পিছিয়ে নেই। তারাও ভাল সুদের মাধ্যমে লাভ পেতে পারেন। এই স্কিমটি ৬৫ বেসিস পয়েন্ট দেয়। এছাড়া সুপার সিনিয়র সিটিজেনরা অতিরিক্ত ১৫ বেসিস পয়েন্ট পেয়ে থাকেন। তাই এখানে বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে। নিজের কাছের ব্যাঙ্কে গিয়ে কথা বলে এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন।